দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইআত

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরবর্তী খলীফাদের নিকট কিরূপে বাইআত হইতেন এবং কি কি বিষয়ের উপর বাইআত গ্রহণ করা হইত?

www.BANGLAKITAB.com

ইসলামের উপর বাইআত গ্রহণ

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, মহিলারা যে সকল বিষয়ের উপর বাইআত হইয়াছে আমরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সে সকল বিষয়ের উপর বাইআত হইয়াছি। যে ব্যক্তি নিষেধ করা কার্যসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য বেহেশতের জামিন হইয়াছেন। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং (দুনিয়াতে) তাহার উপর শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা হইয়াছে, তবে উক্ত শাস্তি তাহার কাফ্ফারা হইয়া গিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং তাহার সেই নিষিদ্ধ কার্য (দুনিয়াতে) গোপন রহিয়াছে, তবে তাহার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। (তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন।) (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

মক্কা বিজয়ের দিন বাইআত

হযরত আসওয়াদ (রাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কারণে মাসকালাহ' নামক স্থানে বসিয়া লোকদিগকে ইসলাম ও শাহাদাতের উপর বাইআত করিতেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি (আমার উস্তাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান (রহঃ)এর নিকট) জিজ্ঞাসা করিলাম, শাহাদাতের কি অর্থ? তিনি বলিলেন, আমার উস্তাদ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আসওয়াদ ইবনে খালাফ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান ও কলেমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ—

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

এর উপর বাইআত করিতেছিলেন।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, বড়-ছোট, পুরুষ-মহিলা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে ইসলাম ও শাহাদাতের উপর বাইআত করিলেন।

হযরত মুজাশে' (রাঃ) ও তাহার ভাইয়ের বাইআত

হযরত মুজাশে' ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ও আমার ভাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমি আরয করিলাম, আমাদিগকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, (মদীনার দিকে) হিজরত তো হিজরতকারীদের পর শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, তবে আমাদিগকে কিসের উপর বাইআত করিবেন? তিনি বলিলেন, ইসলাম ও জেহাদের উপর।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর বাইআত

যিয়াদ ইবনে এলাকাহ (রহঃ) বলেন, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর ইন্তেকালের দিন আমি হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে উক্ত খোতবায় বলিতে শুনিয়াছি যে, (হে লোকসকল,) আমি তোমাদিগকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে ভয় করিবার অসিয়ত করিতেছি। তোমরা ধীরস্থির ও শান্ত হও। আমি নিজের এই হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলামের উপর বাইআত হইয়াছি। তিনি আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করিবে। কা'বার রব্বের কসম, আমি তোমাদের সকলের জন্য কল্যাণকামী। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করিয়া মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলামের উপর বাইআত হইয়াছি। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পূর্বে দাওয়াতের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইসলামী আমলসমূহের উপর বাইআত গ্রহণ

হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কিসের উপর বাইআত করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্র হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, তুমি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহার সময় মত আদায় করিবে, ফরযকৃত যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসের রোযা রাখিবে, বাইতুল্লার হজ্জ করিবে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করিবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুইটি ব্যতীত আমি বাকী সবটাই করিতে পারিব। দুইটি পালন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। এক—যাকাত, খোদার কসম, আমার দশটি মাত্র উট রহিয়াছে, যাহার দুধ দ্বারা আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে এবং এইগুলিই তাহাদের একমাত্র বাহন। দ্বিতীয়—জেহাদ (করা আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না)। কারণ আমি একজন ভীরু মানুষ। আমি লোকদের বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি (জেহাদের ময়দান হইতে) পলায়ন করিল সে আল্লাহর গযব লইয়া ফিরিল। অতএব আমার ভয় হয় যে, যুদ্ধের সময় হয়ত আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিব আর আল্লাহর গযব লইয়া ফিরিব। (ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মুবারক টানিয়া লইলেন। অতঃপর হাত মুবারক নাড়িয়া বলিলেন, হে বশীর, যাকাত

দিবে না, জেহাদও করিবে না, তবে কিসের বিনিময়ে বেহেশতে প্রবেশ করিবে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি হাত প্রসারিত করুন আমি বাইআত হইব। অতএব তিনি হাত প্রসারিত করিলেন এবং আমি উল্লেখিত সকল বিষয়ের উপর বাইআত হইলাম। (কানযুল উম্মাল)

হযরত জারীর (রাঃ)এর বাইআত

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মঙ্গল কামনার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার উপর শর্ত আরোপ করুন, কারণ (বাইআতের) শর্ত সম্পর্কে আপনিই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এই শর্তে বাইআত করিতেছি যে, তুমি এক আল্লাহর এবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে এবং শিরক হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, সকল মুসলমানের জন্য মঙ্গল কামনা করিবে এবং শিরক পরিত্যাগ করিবে।

তাবারানী হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জারীর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, হে জারীর (বাইআতের জন্য) হাত বাড়াও। হযরত জারীর (রাঃ) বলিলেন, কি বিষয়ের উপর? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই বিষয়ের উপর যে, আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে ঝুকাইয়া দিবে এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মঙ্গল কামনা করিবে। ইহা শুনিয়া হযরত জারীর (রাঃ) বাইআত হইতে সম্মত হইলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন। অতএব তিনি বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সাধ্যানুসারে এই সকল বিষয়ের

www.BANGLAKITAB.com

উপর আমল করিব।' তাহার কারণে পরবর্তী সকলেই এই সুবিধা লাভ করিলেন। (কান্য)

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের বাইআত

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেন, আমরা সাত অথবা আট অথবা নয় জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নিকট বাইআত হইবে না? এইকথা তিনি তিনবার বলিলেন। অতএব আমরা আমাদের হাত বাড়াইয়া দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়া গেলাম। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা বাইআত তো হইয়াছি, কিন্তু কি বিষয়ের উপর? তিনি বলিলেন, এই বিষয়ের উপর যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কোন জিনিষকে শরীক করিবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে। অতঃপর তিনি অনুচ্চস্বরে ছোট্ট একটি কথা এই বলিলেন, কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিবে না।

হযরত আওফ (রাঃ) বলেন, আমি এই বাইতকারীদের কোন কোন ব্যক্তিকে এমনও দেখিয়াছি যে, (ঘোড়ার পিঠ হইতে) চাবুক নীচে পড়িয়া গেলে কাহাকেও বলিতেন না যে, চাবুকটা তুলিয়া দাও। (বরং নিজেই ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া চাবুক তুলিয়া লইতেন।) (কান্য)

হযরত সাওবান (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছে, বাইআত হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত সাওবান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদিগকে বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, এই শর্তে যে, কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিবে না। হযরত

সাওবান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, (এই শর্ত পূর্ণ করিলে) সে কি পাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বেহেশত। অতএব হযরত সাওবান (রাঃ) বাইআত হইলেন। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি মক্কায় সর্বাধিক জনসমাবেশের মধ্যে তাহাকে উটের পিঠে দেখিয়াছি। তাহার চাবুক মাটিতে কিংবা কাহারো ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেলে কেহ তুলিয়া দিতে চাহিলেও তিনি তাহা লইতেন না, বরং নিজেই নামিয়া তুলিয়া লইতেন।

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কেও অনুরূপ চাবুকের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। (তারগীব)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঁচ বার বাইআত করিয়াছেন এবং সাতবার আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বার তিনি আমার উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিয়াছেন যে, আমি যেন আল্লাহর ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের ভয় না করি।

হযরত আবুল মুসান্না (রহঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কি বাইআত হইতে আগ্রহ রাখ? বিনিময়ে বেহেশত লাভ করিবে। আমি বলিলাম, হাঁ, এবং হাত মেলিয়া দিলাম। তিনি আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিলেন যে, আমি কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিব না। আমি বলিলাম, আচ্ছা, তাহাই করিব। তিনি বলিলেন, যদি (বাহনের উপর হইতে) তোমার চাবুক পড়িয়া যায় কাহাকেও তাহা তুলিয়া দিতে বলিবে না, বরং নিজে নামিয়া তুলিয়া লইবে।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়দিন যাবৎ হযরত আবু যার (রাঃ)কে বলিতে থাকিলেন

www.BANGLAKITAB.com

যে, হে আবু যার, তোমাকে আগামীতে যাহা বলা হইবে তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবে। অতঃপর সপ্তম দিন বলিলেন, আমি তোমাকে গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিবার অসিয়ত করিতেছি। যখন কোন গুনাহের কাজ করিয়া ফেল তখন সঙ্গে সঙ্গে কোন নেক কাজ করিয়া লইবে। কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিবে না। এমন কি তোমার পড়িয়া যাওয়া চাবুকও কাহাকেও তুলিয়া দিতে বলিবে না। কখনও (অন্যের) আমানত গ্রহণ করিবে না। (তারগীব)

হযরত সাহ্ল (রাঃ) ও অন্যান্যদের বাইআত

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি, আবু যার, ওবাদাহ ইবনে সামেত, আবু সাঈদ খুদরী, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ও ষষ্ঠ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কথার উপর বাইআত হইলাম যে, আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার আমাদিগকে প্রভাবান্বিত করিবে না। ষষ্ঠ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কৃত বাইআত ফেরৎ চাহিলে তিনি তাহার বাইআত ফিরাইয়া দিলেন। (কান্য)

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, আমি মদীনার সেই সকল সর্দারদের একজন যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে এই মর্মে বাইআত করিয়াছিলেন যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, ব্যভিচার করিব না, শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এমন কাহাকেও হত্যা করিব না যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালা হারাম করিয়াছেন। লুটতরাজ করিব না, নাফরমানী করিব না। আমরা এই সকল অঙ্গীকার পালন করিলে বেহেশত লাভ করিব। আর যদি এই সকল নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে কোন কাজ করি তবে উহার ফয়সালা আল্লাহর উপর থাকিবে।

ইবনে জারীর হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওবাদাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাইআত হও যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না। যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পালন করিবে তাহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রহিয়াছে। আর যে এই সকল কাজের কোনটা করিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়াতে) তাহা গোপন রাখিয়াছেন। তাহার ফয়সালা আল্লাহ তায়ালা করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করিলে মাফ করিয়া দিবেন।

আকাবায়ে উলার বাইআত

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, বাইআতে আকাবায়ে উলাতে আমরা এগারজন ছিলাম। তখনও আমাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয হইয়াছিল না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে সেই সকল বিষয়ের উপর বাইআত করিলেন যে সকল বিষয়ের উপর তিনি মহিলাদিগকে বাইআত করিতেন। আমরা তাঁহার নিকট এই মর্মে বাইআত হইলাম যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, ব্যভিচার করিব না, (সন্তানের ব্যাপারে) আপন হাত ও পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিব না, আপন সন্তানদেরকে হত্যা করিব না এবং নেককাজে আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা করিব না। যে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে সে বেহেশত পাইবে ; আর যে এই সকল নিষিদ্ধ কাজসমূহের কোন কাজ করিবে, তাহার ফয়সালা আল্লাহ করিবেন। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করিয়া দিবেন। পরবর্তী বৎসরও লোকেরা পুনরায় বাইআত হইলেন। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হিজরতের উপর বাইআত

হযরত ইয়া'লা ইবনে মুনইয়া (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতাকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, হিজরতের উপর নহে, বরং তাহাকে জেহাদের উপর বাইআত করিব। কারণ মক্কা বিজয়ের দিন হইতে হিজরতের হুকুম শেষ হইয়া গিয়াছে।

পূর্বে হযরত মুজাশে' (রাঃ)এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আরয করিলাম, আমাদিগকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, (মদীনার দিকে) হিজরত তো হিজরতকারীদের পর শেষ হইয়া গিয়াছে। হযরত জারীর (রাঃ)এর হাদীসও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন যে, তুমি শিরক পরিত্যাগ করিবে। বাইহাকী হইতে বর্ণিত হযরত জারীর (রাঃ)এর হাদীসে আছে যে, মুমিনদের মঙ্গল কামনা করিবে এবং মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করিবে।

খন্দকের দিন হিজরতের উপর বাইআত

হযরত হারেস ইবনে যিয়াদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি লোকদের নিকট হইতে হিজরতের উপর বাইআত গ্রহণ করিতেছিলেন। আমি ভাবিলাম (মদীনাবাসী ও বহিরাগত) সকলকেই বাইআতের জন্য ডাকা হইতেছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহাকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, আমার চাচাত ভাই হাওত ইবনে ইয়াযীদ অথবা বলিলেন, ইয়াযীদ ইবনে হাওত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে (অর্থাৎ মদীনার আনসারগণকে হিজরতের উপর) বাইআত করিতেছি না। লোকেরা তোমাদের নিকট

হিজরত করিয়া আসিবে, তোমরা লোকদের নিকট হিজরত করিয়া যাইবে না। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যে কেহ আল্লাহর সহিত সাক্ষাতকাল (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত আনসারকে ভালবাসিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ) করিবে যে, আল্লাহও তাহাকে ভালবাসেন। আর যে আল্লাহর সহিত সাক্ষাতকাল (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত আনসারদের সহিত শত্রুতা রাখিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ) করিবে যে, আল্লাহও তাহার সহিত শত্রুতা রাখেন।

হযরত আবু উসায়েদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, খন্দক খননের সময় লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের উপর বাইআত হইতে আসিল। তিনি বাইআত গ্রহণ হইতে অবসর হইয়া বলিলেন, হে আনসারীগণ, তোমরা হিজরতের উপর বাইআত হইও না। কারণ অন্যান্য লোকেরা তোমাদের নিকট হিজরত করিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি আনসারদের ভালবাসা অন্তরে লইয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহও তাহাকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আনসারদের শত্রুতা অন্তরে লইয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহও তাহার সহিত শত্রুতা রাখেন।

নুসরতের উপর বাইআত

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দশ বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে লোকদের অবস্থানস্থলে, ওকায ও মাজান্নার মেলায় লোকদের নিকট গিয়াছেন। তিনি লোকদের এই সকল সমাগমস্থলে যাইয়া বলিতেন, কে আছে আমাকে আশ্রয় দিবে? কে আছে আমাকে সাহায্য করিবে? আমি আমার পরওয়ারদিগারের পয়গাম পৌঁছাইব, বিনিময়ে সে (অর্থাৎ সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা) বেহেশত লাভ করিবে। কিন্তু তিনি এমন কাহাকেও পাইতেন

www.BANGLAKITAB.com

না যে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে অথবা সাহায্য করিবে। (বরং ক্রমান্বয়ে লোকদের মধ্যে তাঁহার বিরোধিতা এমন চরমে পৌঁছিল যে,) ইয়ামান কিংবা মুযার এলাকা হইতে কেহ (মক্কায়) আসিতে চাহিলে আত্মীয়–স্বজন ও কাওমের লোকেরা তাহাকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিত যে, কোরাইশের সেই যুবক হইতে সাবধান থাকিও যেন তোমাকে ফেৎনায় না ফেলিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের অবস্থানস্থলের ভিতর দিয়া গমনকালে লোকেরা তাঁহার প্রতি আঙ্গুল তুলিয়া ইশারা করিত।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ইয়াসরাব হইতে আমাদিগকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিলাম এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। অতঃপর আমাদের এক একজন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিত। তিনি তাহাকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। সে নিজ পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহার ইসলাম গ্রহণ দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিত। এইরূপে আনসারদের প্রত্যেক মহল্লায় মুসলমানদের এক একটি জামাত তৈয়ার হইয়া গেল, যাহারা নিজেদের ইসলামকে প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেন। অতঃপর তাহারা সকলেই পরামর্শ করিলেন। আমরা বলিলাম, আমরা আর কতকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপে ফেলিয়া রাখিব? কতকাল তিনি এইভাবে মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর বিতাড়িত হইতে থাকিবেন? সুতরাং হজ্জের মৌসুমে আমাদের মধ্য হইতে সত্তর জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী শে'বে আকাবাহ নামক স্থানে আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের স্থান ঠিক করিলাম। উক্ত আকাবায় আমরা একজন দুইজন করিয়া সকলেই সমবেত হইলাম। অতঃপর আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কিসের উপর আপনার নিকট বাইআত হইব? তিনি বলিলেন, তোমরা এই মর্মে বাইআত হইবে যে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়

সর্বাবস্থায় শুনিবে ও মানিবে এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় খরচ করিবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কথা বলিতে থাকিবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করিবে না, আমি যখন তোমাদের নিকট আসিব তখন তোমরা আপন স্ত্রী–পুত্রদের যেরূপ হেফাজত করিয়া থাক আমারও সেরূপ হেফাজত করিবে এবং (ইহার বিনিময়ে) তোমরা বেহেশতে লাভ করিবে। আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইলে হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) তাঁহার হাত মুবারক ধরিলেন। তিনি সবার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। বাইহাকীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের সত্তরজনের মধ্যে আমি ব্যতীত অন্যান্যদের অপেক্ষা হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইয়াসরাববাসীগণ, থাম। আমরা উষ্ট্র হাঁকাইয়া তাঁহার নিকট এইজন্যই আসিয়াছি যে, আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আজ যখন তোমরা তাঁহাকে (নিজ এলাকায়) লইয়া যাইবে তখন সমগ্র আরব তোমাদের শত্রু হইবে, তোমাদের বিশিষ্ট লোকজন কতল হইবে এবং তরবারী তোমাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিবে। যদি তোমরা এইসব সহ্য করিতে রাজি থাক তবে তাঁহাকে লইয়া চল। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। আর যদি তোমাদের অন্তরে এই ব্যাপারে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিয়া থাকে তবে তাঁহাকে এখানেই থাকিতে দাও এবং তাঁহাকে (এখনই) পরিস্কারভাবে বলিয়া দাও। ইহাতে আল্লাহর নিকট তোমাদের ওযর অধিক গ্রহণযোগ্য হইবে। উপস্থিত সকলেই বলিলেন, হে আসআদ, তুমি আমাদের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াও। খোদার কসম, আমরা এই বাইআত কখনও পরিত্যাগ করিব না এবং আমাদের নিকট হইতে কেহ এই বাইআত কখনও ছিনাইয়া নিতে পারিবে না। অতঃপর আমরা উঠিয়া তাঁহার হাতে বাইআত হইলাম। তিনি আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইলেন এবং করণীয় কাজ বলিয়া দিলেন এবং বিনিময়ে বেহেশতের ওয়াদা করিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীস্থানে সমবেত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এমন সময় তিনি হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। যদিও হযরত আব্বাস (রাঃ) তখনও নিজ কাওমের ধর্মের উপর ছিলেন তথাপি তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের এই কাজে উপস্থিত থাকিতে এবং (আনসারদের নিকট হইতে) তাঁহার ব্যাপারে অঙ্গীকার লইতে ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিবার পর সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, তোমাদের জানা আছে যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যেকার একজন। তাঁহার ব্যাপারে আমাদের ন্যায় মত্ পোষণকারী (অর্থাৎ যাহারা ঈমান গ্রহণ করে নাই এরূপ) আপন কাওমের লোকদের হাত হইতে আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছি। বর্তমানে তিনি নিজ কাওমের মধ্যে সম্মান ও নিজ শহরে হেফাজতের সহিত আছেন। এখন তিনি সবকিছু ছাড়িয়া তোমাদের সহিত যাইবার ও তোমাদের সহিত থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের যদি আস্থা হয় যে, তোমরা তাঁহাকে যে বিষয়ে আহবান জানাইয়াছ তাহা যথাযথ পালন করিতে পারিবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারীদের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে তবে তোমরা জান তোমাদের দায়িত্ব। আর যদি তোমাদের মনে হয় যে, তোমাদের নিকট যাইবার পর তোমরা (অপারগ হইয়া) তাঁহাকে দুশমনের হাতে তুলিয়া দিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করা ছাড়িয়া দিবে তবে এখনই তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাও। কারণ তিনি নিজ কাওমের মধ্যে ও নিজ শহরে অত্যন্ত সম্মান ও হেফাজতের সহিত আছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, আমরা আপনার কথা শুনিয়াছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি বলুন। আপনি নিজের জন্য এবং আপনার পরওয়ারদিগারের

জন্য যাহা ইচ্ছা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি কোরআন পাক হইতে তেলাওয়াত করিলেন, তারপর আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন, ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করিতেছি যে, যে সকল জিনিস দ্বারা তোমরা আপন স্ত্রী–পুত্রদের হেফাজত করিয়া থাক তাহা দ্বারা আমার হেফাজত করিবে।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, হযরত বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ) তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, হাঁ, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সেইসকল জিনিস দ্বারা আপনার হেফাজত করিব যাহা দ্বারা আমরা নিজ স্ত্রী–পুত্রদের হেফাজত করিয়া থাকি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদিগকে বাইআত করুন। খোদার কসম, আমরা যোদ্ধাজাতি, বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে এই লড়াই–যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। হযরত বারা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা চলিতেছিল, এমন সময় হযরত আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিছুসংখ্যক লোক অর্থাৎ ইহুদীদের সহিত আমাদের পুরাতন সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। (আপনার কারণে) আমরা সে সম্পর্ক ছিন্ন করিব। কিন্তু পরে যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন তখন আবার এমন না হয় যে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া আপন কাওমের নিকট চলিয়া যান। (এই কথা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিয়া বলিলেন, বরং তোমাদের রক্তের সহিত আমার রক্ত সংযুক্ত থাকিবে, যেখানে তোমাদের কবর সেখানে আমার কবর হইবে। আমি তোমাদের মধ্য হইতে এবং তোমরা আমা হইতে। তোমরা যাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আমিও তাহার সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমরা যাহার সহিত সন্ধি করিবে আমিও তাহার সহিত সন্ধি করিব।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে বারজন সর্দার ঠিক করিয়া আমার নিকট লইয়া আস, যাহারা নিজ নিজ কাওমের সর্ববিষয়ে যিম্মাদার হইবে। অতএব তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে বারজন সর্দার ঠিক করিয়া আনিলেন, নয়জন খাযরাজ গোত্র হইতে ও তিনজন আওস গোত্র হইতে। (বিদায়াহ)

হযরত আবুল হাইসাম (রাঃ)এর বাইআত

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিছুসংখ্যক লোকের সহিত আমরা অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ আছি। (আপনার কারণে) আমরা সে সূত্র ছিন্ন করিব। কিন্তু পরে এমন না হয় যে, আমরা লোকদের সহিত অঙ্গীকারসূত্র ছিন্ন করিলাম এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম আর আপনি (আমাদিগকে ছাড়িয়া) নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথায় হাসিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের রক্তের সহিত আমার রক্ত সংযুক্ত থাকিবে, যেখানে তোমাদের কবর সেখানে আমার কবর হইবে। হযরত আবুল হাইসাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরে নিশ্চিন্ত হইয়া আপন কাওমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আমার কাওম ইনি আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি সত্যবাদী। আজ তিনি আল্লাহর হারমে (অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নিরাপত্তা বিধানকৃত যমীনে) তাঁহারই আশ্রয়ে নিজ কাওম ও আত্মীয় স্বজনের মাঝে রহিয়াছেন। জানিয়া রাখ, তোমরা যখন তাঁহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে তখন সমগ্র আরব তোমাদের প্রতি এক ধনুকে তীর বর্ষণ করিবে। যদি আল্লাহর রাহে মরিবার ও মাল আওলাদ সবকিছু উজাড় হইবার উপর তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে রাজি থাক তবে তাঁহাকে তোমাদের এলাকায় যাইবার আহবান জানাও। কারণ তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর

সত্য রাসূল। আর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে না তবে তাঁহাকে এখনই ছাড়িয়া দাও। আনসারগণ তখন উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হইতে অর্পিত সকল দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের পক্ষ হইতে আপনি যাহা কিছু চাহিয়াছেন আমরা তাহা সবই আপনাকে দান করিলাম। হে আবুল হাইসাম, তুমি আমাদের মাঝখান হইতে সরিয়া দাঁড়াও, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইব। আবু হাইসাম (রাঃ) বলিলেন, আমিই সর্বপ্রথম বাইআত হইব। অতঃপর সকলেই বাইআত হইলেন।

হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর বক্তব্য

হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, যখন আগত মদীনাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআতের জন্য সমবেত হইলেন তখন বনু সালেম ইবনে আওফ গোত্রের হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ ইবনে নাযলাহ (রাঃ) বলিলেন, হে খাযরাজের লোকেরা, তোমরা কি জান, কিসের উপর তোমরা এই ব্যক্তির হাতে বাইআত হইতেছ? লোকেরা বলিল, হাঁ, আমরা জানি। হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তির হাতে বাইআতের অর্থ হইল, তোমাদিগকে আরব-অনারব সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যদি মনে কর যে, যখন তোমাদের মাল-সম্পদ ধ্বংস হইতে দেখিবে এবং তোমাদের সর্দারদের মারা পড়িতে দেখিবে তখন তোমরা তাঁহাকে দুশমনের হাতে ছাড়িয়া দিবে তবে এখনই বল। কারণ খোদার কসম, তোমরা পরে যদি তাঁহাকে দুশমনের হাতে ছাড়িয়া দাও তবে তাহা তোমাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে চরম বেইজ্জতির বিষয় হইবে। আর যদি মনে কর যে, তোমাদের মাল-সম্পদ ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও এবং সর্দারদের মারা পড়িতে দেখিয়াও তোমরা যে বিষয়ে তাঁহাকে আহবান জানাইয়াছ তাহা যথাযথ পালন করিতে পারিবে তবে তাঁহাকে

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া যাও। খোদার কসম, ইহা তোমাদের জন্য দুনিয়া–আখেরাতে কল্যাণকর হইবে। লোকেরা বলিল, আমাদের সমস্ত মাল–সম্পদ ধ্বংস হয় হউক, আমাদের সর্দারগণ মারা পড়ে পড়ুক, তবুও আমরা তাঁহাকে লইয়া যাইব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যদি কৃত ওয়াদা পালন করি তবে আমরা কি পাইব? তিনি বলিলেন, বেহেশত। তাহারা বলিল, আপনার হাত প্রসারিত করুন। তিনি হাত প্রসারিত করিলে তাহারা সকলে বাইআত হইলেন। (বিদায়াহ)

হযরত মা'বাদ ইবনে কা'ব (রাঃ) তাহার ভাই আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, (বাইআতের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা এক দুইজন করিয়া নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাও। হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি আদেশ করেন তবে আগামীকালই আমরা তরবারী লইয়া মিনায় অবস্থানকারীদের উপর ঝাপাইয়া পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখনও আমাদিগকে ইহার আদেশ করা হয় নাই। তোমরা তোমাদের স্ব স্ব অবস্থানস্থলে ফিরিয়া যাও। (বিদায়াহ)

জেহাদের উপর বাইআত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের নিকট যাইয়া দেখিলেন, মুহাজির ও আনসারগণ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সকালবেলা (খন্দক) খননের কাজ করিতেছেন। তাহাদের নিকট কোন গোলাম ছিল না যে, তাহাদের পরিবর্তে কাজ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةْ فَاغْفِرِالْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন,

আনসার ও মুহাজিরদিগকে মাফ করিয়া দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবে সাহাবা (রাঃ) বলিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

অর্থ ঃ আমরাই সেই সব লোক যাহারা (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব জেহাদ করিতে থাকিব। (বোখারী)

পূর্বে হযরত মুজাশে' (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদিগকে কিসের উপর বাইআত করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, ইসলাম ও জেহাদের উপর। হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়া (রাঃ) সম্পর্কেও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে বশীর, যাকাত দিবে না, জেহাদও করিবে না, তবে কিসের বিনিময়ে বেহেশতে প্রবেশ করিবে? হযরত বশীর (রাঃ) বলিলেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি বাইআত হইব। সুতরাং তিনি হাত প্রসারিত করিলে হযরত বশীর (রাঃ) বাইআত হইলেন। হযরত ইয়ালা ইবনে মুনইয়াহ (রাঃ)এর হাদীসও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতাকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তাহাকে জেহাদের উপর বাইআত করিব।

মৃত্যুবরণের উপর বাইআত

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় যাইয়া বসিলাম। লোকজনের ভিড় কমিয়া গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে ইবনে আকওয়া, তুমি

WWW.BANGLAKITAB.COM

বাইআত হইবে না? বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো বাইআত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, আবার হও। অতএব আমি দ্বিতীয়বার বাইআত হইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত সালামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু মুসলিম, আপনারা সেদিন কিসের উপর বাইআত হইতে ছিলেন। তিনি বলিলেন, মৃত্যুবরণের উপর। (বোখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, হাররার যুদ্ধের দিন তাহার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইবনে হানযালা লোকদের নিকট হইতে মৃত্যুবরণের উপর বাইআত গ্রহণ করিতেছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারো হাতে মৃত্যুবরণের উপর বাইআত হইব না। (বোখারী)

শোনা ও মানার উপর বাইআত

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, কোথাও হইতে কয়েক মশক শরাব আসিলে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) আসিয়া মশকগুলি ছিঁড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় আমরা শুনিব এবং মানিব এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিব, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিব, আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির কথা বলিতে থাকিব এবং এই ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করিব না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের নিকট ইয়াসরাবে আগমন করিবেন তখন আমরা তাঁহার সাহায্য করিব এবং সেই সকল জিনিস দ্বারা তাঁহার হেফাজত করিব যাহা দ্বারা আমরা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রদের হেফাজত করিয়া থাকি। এই সকল কাজের বিনিময়ে আমরা বেহেশত লাভ করিব। ইহাই আমাদের সেই বাইআত যাহা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইয়াছিলাম। অপর

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধের ব্যাপারে এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায়, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং অন্যদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইলেও আমরা শুনিব এবং মানিয়া চলিব। আর এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, আমীরের সহিত নেতৃত্ব লইয়া টানাটানি করিব না এবং যেখানেই থাকি হক কথা বলিতে থাকিব, আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিব না। (বিদায়াহ)

হযরত জারীর (রাঃ)এর বাইআত

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, শুনিব ও মানিব এবং সকল মুসলমানের জন্য হিত কামনা করিব। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলাম, আমি আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইব যে, পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সর্ববিষয়ে শুনিব এবং মানিয়া চলিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এরূপ করিতে পারিবে কি? এরূপ না বলিয়া বরং তুমি বল, আমি আমার সাধ্যমত (শুনিব ও মানিব)। আমি বলিলাম, আমার সাধ্যমত (শুনিব ও মানিব)। অতএব তিনি আমাকে উক্ত বিষয়ের উপর এবং সকল মুসলমানের জন্য হিত কামনার উপর বাইআত করিলেন।

আবু দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থে উক্ত হাদীস এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শোনা ও মানা এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হিতকামনার উপর বাইআত হইয়াছি। সুতরাং তিনি (অর্থাৎ হযরত জারীর (রাঃ)) যখন কোন জিনিস বিক্রয় অথবা ক্রয় করিতেন তখন ক্রেতা অথবা বিক্রেতাকে বলিতেন যে, তোমার নিকট হইতে যাহা লইয়াছি

www.BANGLAKITAB.com

তাহা আমার নিকট তোমাকে যাহা দিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অতএব তোমার নিকট যাহা ভাল মনে হয় অবলম্বন কর। (তারগীব)

হযরত উতবাহ ইবনে আব্দ (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শোনা ও মানার উপর বাইআত হইতাম তখন তিনি আমাদিগকে 'সাধ্যমত' কথাটি বলিয়া দিতেন। হযরত উতবাহ ইবনে আব্দ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাতবার বাইআত হইয়াছি। তন্মধ্যে পাঁচবার মানার উপর ও দুইবার মুহাব্বাত করিবার উপর। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার এই হাত দ্বারা এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, আমার সাধ্যমত শুনিব ও মানিয়া চলিব। (কান্য)

মহিলাদের বাইআত

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর আনসারী মহিলাদিগকে একটি ঘরে সমবেত করিয়া হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দরজায় দাঁড়াইয়া মহিলাদিগকে সালাম দিলে তাহারা সালামের জবাব প্রদান করিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার দূতের জন্য মারহাবা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাইআত হইবে কি? যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যেনা করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না, আপন হাত ও

পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না এবং নেক কাজে অবাধ্যতা করিবে না। মহিলাগণ উত্তর দিলেন, হাঁ। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) (কোন মহিলার হাত স্পর্শ ছাড়াই) দরজায় বাহির হইতে হাত বাড়াইলেন এবং মহিলাগণও (হযরত ওমর (রাঃ)এর হাত স্পর্শ ছাড়াই) ভিতর হইতে নিজেদের হাত বাড়াইলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন দুই ঈদে ঋতুমতী ও কুমারী মেয়েদেরকেও (ঈদগাহে) লইয়া যাই। (তাহারা নামাযে শরীক হইতে না পারিলেও দোয়ায় তো শামিল হইতে পারিবে।) আমাদেরকে জানাযার সহিত যাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আমাদের উপর জুমআর নামায ফরয নহে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার উস্তাদকে 'মিথ্যা অপবাদ ও নেককাজে অবাধ্যতা না করা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, কাহারো মৃত্যুতে বিলাপ করা। (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

হযরত সালমা বিনতে কায়েস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উভয় কেবলার দিকে ফিরিয়া নামায আদায় করিয়াছেন এবং তিনি বনি আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রীয় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আনসারী মহিলাদের সহিত তাঁহার নিকট বাইআত হইলাম। তিনি যখন আমাদের উপর এই মর্মে শর্ত আরোপ করিলেন যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, যেনা করিব না, নিজ সন্তানকে হত্যা করিব না, নিজ হাত পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিব না এবং নেককাজে তাঁহার অবাধ্যতা করিব না, তখন তিনি (ইহাও)

WWW.BANGLAKITAB.COM

বলিলেন যে, নিজ স্বামীদের সহিত খেয়ানত করিবে না। হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, আমরা বাইআত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর আমি আনসারী মহিলাদের একজনকে বলিলাম, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর যে, আমাদের স্বামীদের সহিত খেয়ানতের কি অর্থ? উক্ত মহিলা জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (স্বামীর সহিত খেয়ানতের অর্থ হইল) তুমি স্বামীর অর্থ-সম্পদ লইয়া (তাহার অনুমতি ব্যতীত) অপরকে দিয়া দাও।

হযরত উকাইলাহ বিনতে আতিক ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন, আমি এবং আমার মা কারীরাহ বিনতে হারেস উতওয়ারিয়াহ (রাঃ) হিজরতকারিণী মহিলাদের সহিত আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইলাম। তিনি সেই সময় আবতাহ নামক স্থানে তাঁবুর ভিতর অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না। অতঃপর তিনি (সূরা মুমতাহিনার শেষে বর্ণিত) আয়াতের অঙ্গীকারগুলি উল্লেখ করিলেন। আমরা অঙ্গীকারগুলি স্বীকার করিয়া বাইআতের জন্য হাত বাড়াইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি (বেগানা) মেয়েদের হাত স্পর্শ করি না। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিলেন। ইহাই ছিল আমাদের বাইআত।

হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রাঃ)এর বাইআত

হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রাঃ) বলেন, আমি কতিপয় মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বাইআতের জন্য হাজির হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইতেছি যে, আমরা আল্লাহর সহিত

কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, যেনা করিব না, আপন সন্তানকে হত্যা করিব না, নিজ হাত পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিব না এবং কোন নেককাজে আপনার অবাধ্যতা করিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ইহাও বল যে,) যতখানি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে এবং সাধ্যে কুলাইবে। আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক দয়াময়। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসুন (আপনার হাত প্রসারিত করুন) আমরা আপনার নিকট বাইআত হইব। তিনি বলিলেন, আমি (বেগানা) মেয়েদের সহিত মুসাফাহা করি না। একশতজন হউক বা একজন হউক সকল মেয়েদের জন্য আমার একই রকম কথা। (অর্থাৎ মেয়েদেরকে মুখে মুখে বাইআত করি। একশতজন হউক বা একজন হউক।) (এসাবাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রাঃ) ইসলামের উপর বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বাইআত করিতেছি যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যেনা করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না,নিজ হাত ও পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না, বিলাপ করিবে না এবং পূর্বের অজ্ঞতা-যুগের প্রথানুযায়ী সৌন্দর্য প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না। (মাজমা')

হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ (রাঃ) বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে (সূরা মুমতাহিনার আয়াত অনুসারে) শিরক

www.BANGLAKITAB.com

করিবে না, যেনা করিবে না ইত্যাদি অঙ্গীকার করিতে বলিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা লজ্জায় মাথায় হাত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লজ্জাশীলতাকে খুবই পছন্দ করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন,এই মেয়ে,(লজ্জা করিও না,) অঙ্গীকার করিয়া লও। খোদার কসম,আমরাও এই সকল অঙ্গীকারের উপর বাইআত হইয়াছি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তবে ঠিক আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের উপর বাইআত করিলেন। (মাজমা')

হযরত আয্যা বিনতে খাবিল (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আযযা বিনতে খাবিল (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তাহাকে তিনি এই মর্মে বাইআত করিলেন যে, যেনা করিবে না, চুরি করিবে না, প্রকাশ্যে বা গোপনে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিবে না। হযরত আয্যা (রাঃ) বলেন, প্রকাশ্যে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার অর্থ তো বুঝিয়াছি ; কিন্তু গোপনে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার অর্থ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই এবং তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেন নাই। তবে আমার মনে আসিয়াছে, ইহার অর্থ গর্ভস্থিত সন্তান বিনষ্ট করা হইবে। খোদার কসম, আমি কখনও আমার সন্তান বিনষ্ট করিব না। (তাবারানী)

হযরত ফাতেমা ও তাহার বোন হিন্দ বিনতে উতবা (রাঃ)এর বাইআত

হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআহ ইবনে আব্দে শামস (রাঃ) বলেন, আবু হোযাইফা ইবনে উতবাহ (রাঃ) তাহাকে ও তাহার বোন হিন্দ বিনতে উতবাহ (রাঃ)কে বাইআতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইলেন এবং বাইআতের শর্তাদি উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম, হে চাচাতো ভাই, আপনি কি আপনার কাওমের ভিতর (চুরি, যেনা ইত্যাদির ন্যায়) এই সকল অপকর্ম ও নিন্দনীয় কোন কাজ হইতে দেখিয়াছেন? আবু হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, এইসব কথা রাখ এবং বাইআত হইয়া যাও। এই সকল অঙ্গীকার দ্বারাই বাইআত করা হয় এবং এরূপ শর্তাবলী আরোপ করা হয়। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আমি চুরি (না) করার ব্যাপারে আপনার নিকট বাইআত হইব না। কারণ আমি আমার স্বামীর মাল হইতে চুরি করিয়া থাকি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত টানিয়া লইলেন এবং হিন্দও নিজের হাত টানিয়া লইলেন। অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং স্ত্রীর জন্য তাহার মাল হইতে লইবার অনুমতি প্রদান করিতে বলিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, কাঁচা (খাওয়া–দাওয়ার) জিনিসের ব্যাপারে অনুমতি আছে, কিন্তু শুকনা (অর্থাৎ সোনা, রূপা ইত্যাদি) জিনিসের ব্যাপারে অনুমতি দিব না, আর না কোন নেয়ামত জাতীয় জিনিসের অনুমতি দিব। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা বাইআত হইয়া গেলাম। বাইআতের পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট আপনার তাঁবু অপেক্ষা অপ্রিয় আর কোন তাঁবু ছিল না এবং এই তাঁবু ও তাঁবুর ভিতর যাহা আছে সবকিছু আল্লাহ পাক ধ্বংস করিয়া দেন ইহাই আমার সর্বাধিক কাম্য ছিল। কিন্তু খোদার কসম, এখন সকল তাঁবুর মধ্যে আপনার তাঁবুকে আল্লাহ তায়ালা আবাদ করুন এবং বরকতময় করুন, ইহারই সর্বাধিক কামনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার সহিত তোমার এই মুহাব্বত আরো বৃদ্ধি পাইবে। খোদার কসম, তোমাদের মধ্যেকার কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার নিকট নিজ সন্তানাদি ও পিতা অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হইব।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত হিন্দ বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআতের জন্য আসিলেন। তিনি তাহার হাত দেখিয়া বলিলেন, যাও তোমার উভয় হাত (মেহেদী দ্বারা) পরিবর্তন করিয়া আস। তিনি (ঘরে) যাইয়া উভয় হাত মেহেদী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বাইআত করিতেছি যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যেনা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, কোন মুক্ত ও স্বাধীন (অর্থাৎ দাসী নয় এমন) মহিলাও কি যেনা করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দরিদ্রতার ভয়ে নিজ সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি আমাদের কোন সন্তান অবশিষ্ট রাখিয়াছেন যে, আমরা হত্যা করিব? (অর্থাৎ বিভিন্ন যুদ্ধে আপনি তাহাদিগকে কতল করিয়াছেন।) অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়া গেলেন এবং আপন হাতের দুইখানা সোনার কাঁকন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই কাঁকন সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্য হইতে দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন বলা হইল চুরি করিবে না, যেনা করিবে না, তখন হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, স্বাধীন (অর্থাৎ দাসী নয় এমন) মেয়েরা কি যেনা করিতে পারে? যখন বলা হইল আপন সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, তখন হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, ছোটবেলায় সন্তানদিগকে আমরা প্রতিপালন করিয়াছি, আর বড় হইবার পর আপনি তাহাদিগকে কতল করিয়া দিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, 'সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না' এর জবাবে হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আপনিই তাহাদিগকে কতল

করিয়াছেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, বদরের যুদ্ধে আপনি আমাদের জন্য কোন সন্তান জীবিত রাখিয়াছেন কি?

ইবনে মান্দাহ হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতের প্রথমাংশে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, হযরত হিন্দ (রাঃ) (আপন স্বামী হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে) বলিলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইতে চাহিতেছি। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, এ যাবৎ তো সর্বদা তোমাকে তাঁহার কথা অস্বীকার করিতে দেখিয়া আসিতেছি। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, খোদার কসম, তোমার কথাই ঠিক। তবে খোদার কসম, এই মসজিদে অদ্য রাত্রির পূর্বে কখনও আমি আল্লাহ তায়ালার এরূপ সত্যিকার এবাদত হইতে দেখি নাই। খোদার কসম, মুসলমানগণ কখনও দাঁড়াইয়া কখনও রুকুতে কখনও সেজদারত অবস্থায় সারারাত্র নামাযে কাটাইয়াছেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তুমি (আজ পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে) বহু কিছু করিয়াছ। সেহেতু তুমি নিজ কাওমের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাও। সুতরাং তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার সঙ্গে গেলেন এবং তাহার জন্য (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইবার) অনুমতি লইলেন। হযরত হিন্দ (রাঃ) নেকাব পরিহিত অবস্থায় ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী বাইআতের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখিত এই রেওয়ায়াতে ইমাম শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আমি তো আবু সুফিয়ানের বহু অর্থসম্পদ বিনষ্ট করিয়াছি। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তুমি এ পর্যন্ত আমার যত অর্থসম্পদ লইয়াছ তাহা তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম।

ইবনে জারীর (রহঃ) উক্ত হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। বিস্তারিত এই রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার যত

www.BANGLAKITAB.com

অর্থসম্পদ লইয়াছ তাহা শেষ হইয়া যাইয়া থাকুক বা অবশিষ্ট থাকুক সবই তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া দিলেন এবং হিন্দকে চিনিতে পারিয়া ডাকিলেন। হযরত হিন্দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং (অতীতের কৃতকর্মের জন্য) ক্ষমা চাহিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিই কি হিন্দ? হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আল্লাহ তায়ালা মাফ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া অন্যান্য মহিলাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বলিলেন, তাহারা যেনা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন মুক্ত ও স্বাধীন (অর্থাৎ দাসী নয় এমন) মেয়েও কি যেনা করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, খোদার কসম, স্বাধীন মেয়ে কখনও যেনা করিতে পারে না। তারপর বলিলেন, তাহারা নিজ সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আপনিই বদরযুদ্ধের দিন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন। এখন আপনি জানেন আর তাহারা জানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা নিজ হাত ও পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না এবং নেককাজে তাহারা অবাধ্যতা করিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাহাদিগকে বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা (শোকপ্রকাশের উদ্দেশ্যে) কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিত, চেহারা আঁচড়াইত, মাথার চুল কাটিয়া ফেলিত এবং হায় হায় করিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিত। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত উসায়েদ ইবনে আবি উসায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছেন এমন একজন মহিলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে বাইআত লইয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও

ছিল যে, আমরা কোন নেক কাজে তাঁহার অবাধ্যতা করিব না, নিজের চেহারা আঁচড়াইব না, চুল বিক্ষিপ্ত করিব না, জামার বুক ফাড়িব না এবং হায় হায় করিয়া চিৎকার করিব না। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাইআত

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ)কে এরূপ অল্পবয়সে বাইআত করিয়াছেন যে, তখনও তাহাদের দাড়ি উঠে নাই এবং তাহারা সাবালগও হন নাই। আমাদের ব্যতীত আর কাহাকেও এরূপ অল্পবয়সে বাইআত করেন নাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, তাহারা উভয়ে সাত বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়কে দেখিয়া মুচকি হাসিয়াছেন এবং হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা বাইআত হইয়াছেন।

হযরত হেরমাস ইবনে যিয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি অল্পবয়স্ক বালক অবস্থায় বাইআতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হাত বাড়াইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বাইআত করেন নাই।

(জামউল ফাওয়ায়েদ)

খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ)দের হাতে সাহাবা (রাঃ)দের বাইআত

হযরত মুনতাশির (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ -

অর্থ ঃ যাহারা আপনার নিকট বাইআত (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) হইতেছে,

www.BANGLAKITAB.com

তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নিকট বাইআত (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) হইতেছে।

এই আয়াত নাযিল হইল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে এইভাবে বাইআত করিলেন যে, আমরা আল্লাহর জন্য বাইআত হইতেছি এবং হক কথা মানিয়া চলিব। হযরত আবু বকর (রাঃ) সাহাবাদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণকালে এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমি যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিতে থাকিব ততক্ষণ তোমরা আমার বাইআতের উপর কায়েম থাকিবে। আর হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার পরবর্তী খলীফাদের বাইআত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইআতের অনুরূপ ছিল। (এসাবাহ)

হযরত ইবনে উফাইয়েফ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)কে লোকদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। সাহাবা (রাঃ)দের একদল তাহার নিকট সমবেত হইতেন আর তিনি তাহাদিগকে বলিতেন যে, তোমরা কি আমার নিকট এই মর্মে বাইআত হইবে যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার কিতাব অতঃপর আমীরের কথা শুনিব এবং মানিয়া চলিব? তাহারা বলিতেন, হাঁ। তারপর তিনি তাহাদিগকে বাইআত করিয়া লইতেন। ইবনে উফাইয়েফ (রাঃ) বলেন, আমি সেই সময় বা উহার কিছুদিন পূর্বে সাবালগ হইয়াছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন লোকদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণ করিতেছিলেন তখন আমি সেখানে কিছু সময় দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং তাহার উল্লেখিত বাইআতের শর্তাবলী শিখিয়া লইলাম। তারপর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলাম যে, আমি আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইতেছি যে, আল্লাহ ও তাঁহার কিতাব অতঃপর আমীরের কথা শুনিব এবং মানিয়া চলিব। আমার কথা শুনিয়া তিনি চোখ তুলিয়া একবার আমার আপাদমস্তক দেখিলেন এবং দৃষ্টি অবনত করিলেন। আমার মনে হইল, তিনি আমার কথা খুবই পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার উপর রহম করুন। অতঃপর তিনি আমাকে বাইআত করিয়া লইলেন।

আবু সাফার (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সিরিয়ার দিকে কোন সৈন্য রওয়ানা করিতেন তখন তাহাদের নিকট হইতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করিতেন যে, (যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদিগকে) বর্শাঘাতে জর্জরিত করিবে এবং প্লেগরোগ হইলেও অটল ও অবিচল থাকিবে। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর হাতে সাহাবা (রাঃ)দের বাইআত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে আমি মদীনায় আসিলাম এবং হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার সঙ্গী (হযরত আবু বকর (রাঃ))এর হাতে যে বিষয়ের উপর বাইআত হইয়াছি সেই বিষয়ের উপর আপনার হাতে বাইআত হইব, অর্থাৎ যথাসম্ভব কথা শুনিব এবং মানিয়া চলিব।

হযরত ওমায়ের ইবনে আতিয়্যাহ লাইসী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার হাত উঁচু করুন, আল্লাহ উহাকে উন্নত রাখুন, আমি আপনার নিকট আল্লাহর সুন্নাত ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের উপর বাইআত হইব। তিনি হাত উঁচু করিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, এই বাইআতের অর্থ হইল, তোমাদের উপর আমাদের কিছু হক হইবে এবং আমাদের উপর তোমাদের কিছু হক হইবে। (আর তাহা এই যে, তোমরা আমাদের কথা মানিয়া চলিবে এবং আমরা তোমাদিগকে সঠিক কথা বলিয়া দিব।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আমার এই হাত দ্বারা শুনা ও মানার উপর বাইআত হইয়াছি। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে বাইআত

হযরত সুলাইম আবু আমের (রাঃ) বলেন, হামরার প্রতিনিধিদল হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট হাজির হইলে তিনি তাহাদের নিকট হইতে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা লইলেন যে, তাহারা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং অগ্নিউপাসকদের উৎসব বর্জন করিবে। তাহারা স্বীকারোক্তি করিলে হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাদিগকে বাইআত করিলেন। (কান্‌যুল উম্মাল)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফতের বাইআত

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (তাঁহার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য) যে কয়জনকে দায়িত্ব দিয়াছিলেন তাহারা সমবেত হইয়া পরামর্শে বসিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবদুর রহমান (ইবনে আওফ) (রাঃ) সকলকে বলিলেন, এই খেলাফতের বিষয় লইয়া আপনাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার লোক আমি নহি। (খলীফা তো আপনাদের মধ্যেই কেহ হইবেন।) তবে আপনারা বলিলে আমি আপনাদের একজনকে নির্বাচন করিয়া দিতে পারি। অতএব সকলেই হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)কে উহার দায়িত্ব দিলেন। দায়িত্ব অর্পণের পর লোকদের মনোযোগ হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর প্রতি নিবদ্ধ হইল। অন্যান্যদের কাহারো নিকট যাইতে বা তাহাদের কাহারো পিছনে হাঁটিতে আর কাহাকেও দেখা গেল না। লোকেরা হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তাঁহার নিকট নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে সেই রাত আসিল যাহার পর সকালবেলা আমরা হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইলাম। রাতের কিছু অংশ পার হইবার পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আমার দ্বারে আসিয়া এমন জোরে

করাঘাত করিলেন যে, আমি জাগিয়া উঠিলাম। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি তো দেখি আরামে ঘুমাইতেছ, অথচ আমি আজ রাত্রে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই। যাও হযরত যুবাইর ও হযরত সা'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া আন। হযরত মেসওয়ার (রাঃ) বলেন, আমি তাহাদের দুইজনকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি তাহাদের উভয়ের সহিত পরামর্শ করিলেন। পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আন। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি তাহার সহিত পৃথকভাবে মধ্যরাত পর্যন্ত কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) তাহার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার মনে (খলীফা হইবার) কিছুটা আশা ছিল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)ও এই ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)এর পক্ষ হইতে কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া আন। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি তাহার সহিত ফজরের আযান পর্যন্ত কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন। মুয়াযযিনের আযান উভয়কে পৃথক করিল। তারপর ফজরের নামায শেষে (খলীফা নির্বাচনে) ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মিম্বারের নিকট সমবেত হইলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত সকল মুহাজির ও আনসার এবং সেইসকল সেনাপ্রধানদের যাহারা এই বৎসর হজ্জের সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলেন ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সমবেত হইলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) খোতবা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আলী, আমি লোকদের মতামত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা হযরত ওসমান (রাঃ)এর সমকক্ষ কাহাকেও মনে করে না। অতএব আপনি অন্য কোন চিন্তা ভাবনা অন্তরে স্থান দিবেন না। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইতেছি যে, আপনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার পরবর্তী উভয় খলীফার আদর্শ অনুসরণ করিবেন। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আবদুর রহমান (রাঃ)এর বাইআতের পর একে একে মুহাজিরীন ও আনসার এবং সেনাপ্রধানগণ ও সকল মুসলমান তাহার নিকট বাইআত হইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবী (রাঃ)গণ দ্বীন প্রচারের খাতিরে কিভাবে দুঃখ–কষ্ট, নির্যাতন ও ক্ষুধা–তৃষ্ণা সহ্য করিতেন এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য জান কোরবান করা তাহাদের নিকট কিরূপ সহজ হইয়া গিয়াছিল!!

নবী করীম (সাঃ)এর নবুওয়াত লাভকালের পরিবেশ ও পরিস্থিতি

হযরত নুফায়ের (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার মজলিসের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিল, কতই না ভাগ্যবান এই দুইটি চক্ষু যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছে! খোদার কসম, আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা হয় যে, আপনি যাহা দেখিয়াছেন আমরাও যদি তাহা দেখিতে পাইতাম এবং আপনি যে সকল মজলিসে হাজির হইয়াছেন আমরাও যদি সেখানে হাজির হইতে পারিতাম! তাহার এই কথা শুনিয়া হযরত মেকদাদ (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। হযরত নুফায়ের (রহঃ) বলেন, আমি তাহার এই রাগ দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিলাম। কারণ আমার ধারণা মতে উক্ত ব্যক্তি তো একটি ভাল কথাই বলিয়াছে। অতঃপর হযরত মেকদাদ (রাঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে মজলিস হইতে দূরে রাখিয়াছেন তুমি কেন সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিবার আকাঙ্খা করিতেছ? কে জানে, তুমি সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিলে তোমার কি অবস্থা হইত? আল্লাহর কসম, এমন বহু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা উপুড় করিয়া দোযখে ফেলিয়াছেন। তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করে নাই এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। তোমরা কি এইজন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় কর না যে, তিনি তোমাদিগকে এমন অবস্থায় দুনিয়াতে আনিয়াছেন যে, তোমরা নিজেদের রব্বকে চিনিতেছ এবং তোমাদের নবী আলাইহিস সালাম যাহা আনিয়াছেন উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছ, ঈমানের পরীক্ষা অন্যদের উপর আসিয়াছে আর তোমরা সেই পরীক্ষা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ? আল্লাহর কসম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিরাজমান কুফর ও শিরকের) এমন চরম এক অবস্থায় প্রেরিত হইয়াছেন যে, কোন নবী

এরূপ চরম অবস্থায় প্রেরিত হন নাই। দীর্ঘদিন যাবৎ নবীদের আগমন বন্ধ ছিল, তদুপরি এমন অজ্ঞতা ও মূর্খতার যুগ ছিল যে, মূর্তিপূজাকেই সর্বোত্তম দ্বীন মনে করা হইতেছিল। তিনি (এই চরম অবস্থায়) ফোরকান (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কোরআন) লইয়া আসিলেন যাহা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দিল এবং (মুসলমান) পিতা ও (কাফের) পুত্রকে পৃথক করিয়া দিল। ফলে একজন (মুসলমান) তাহার পিতা, পুত্র ও ভাইকে কাফের দেখিত, অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের জন্য উক্ত মুসলমানের অন্তরের তালা খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া সে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিত, যে ব্যক্তি দোযখে গিয়াছে সে ধ্বংস হইয়াছে। এমতাবস্থায় নিজের প্রাণপ্রিয় (কাফের আত্মীয়-স্বজন)কে দোযখে যাইতে দেখিয়া কোনক্রমেই তাহার চক্ষুশীতল হইত না (বা শান্তি ও স্বস্তি অনুভব হইত না)। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের এই দোয়াতে এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ –

অর্থ ঃ হে আমাদের রব্ব, আমাদিগকে আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তানবর্গ হইতে চোখের শীতলতা (শান্তি) দান করুন।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, কুফাবাসী এক ব্যক্তি হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)কে বলিল, হে আবু আব্দিল্লা, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, হাঁ। উক্ত ব্যক্তি বলিল, আপনারা কি করিতেন? হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা পুরাপুরি মেহনত করিতাম। সে ব্যক্তি বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা যদি তাঁহাকে পাইতাম তবে তাঁহাকে মাটিতে চলিতে দিতাম না, বরং তাঁহাকে কাঁধে উঠাইয়া রাখিতাম। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আল্লাহর কসম, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

www.BANGLAKITAB.com

সহিত আমাদের চরম অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর তিনি এই হাদীসে সাহাবা (রাঃ)দের সেই সময়ের চরম ভয়-ভীতি, অত্যধিক ক্ষুধা ও অতিমাত্রায় শীতের কষ্ট সহ্য করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, 'তুমি এরূপ করিতে! খোদার কসম, আমরা আহযাবের (অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধের) তীব্র বাতাস ও প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের অবস্থা দেখিয়াছি।'

অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। হাকেম ও বাইহাকী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, 'তোমরা এরূপ আকাঙ্খা করিও না।' এই হাদীসের পরবর্তী অংশ ভয় ভীতি সহ্য করার বর্ণনায় আসিতেছে।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান ও উহার জন্য নবী করীম (সাঃ)এর দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর (প্রতি দাওয়াতের) ব্যাপারে আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই এবং আমাকে আল্লাহর (প্রতি দাওয়াতের) পথে যত ভয় দেখানো হইয়াছে এরূপ আর কাহাকেও দেখানো হয় নাই। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত একাধারে আমার এমনও কাটিয়াছে যে, বেলালের বগলের নীচে ধারণ করিতে পারে এই পরিমাণ খাদ্য ব্যতীত প্রাণীকুলের আহারযোগ্য আর কোন খাদ্যবস্তু আমার ও বেলালের নিকট ছিল না। (বিদায়াহ)

হযরত আকীল ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ আবু তালিবের নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু তালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ঘরে ও

আমাদের মজলিসে আসিয়া আমাদিগকে এমন কথা শুনায় যাহাতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়। অতএব ভাল মনে করিলে আপনি তাহাকে আমাদের নিকট আসা হইতে বিরত রাখুন। আবু তালিব আমাকে বলিলেন, হে আকীল, তোমার চাচাত ভাইকে আমার নিকট তালাশ করিয়া আন। আমি তাঁহাকে আবু তালিবের ছোট্ট একটি ঘর হইতে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আমার সহিত হাঁটিয়া আসিবার সময় (প্রখর রৌদ্রের দরুন) ছায়া তালাশ করিতেছিলেন কিন্তু কোথাও ছায়া পাইলেন না। অবশেষে (রৌদ্রের মধ্যেই হাঁটিয়া) আবু তালিবের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আবু তালিব বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, খোদার কসম, তুমি তো জান যে, আমি সর্বদাই তোমার কথা মানিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার কাওমের লোকেরা আসিয়া বলিতেছে যে, তুমি কা'বাঘরের নিকট এবং তাহাদের মজলিসে যাইয়া এমন কথা বল যাহা শুনিয়া তাহাদের খুবই কষ্ট হয়। যদি ভাল মনে কর তবে তাহাদের নিকট যাওয়া হইতে বিরত থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চাচার মুখে এই কথা শুনিয়া) আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ পাকের কসম, তোমাদের কাহারো পক্ষে সূর্য হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া আসা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যে কাজের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নহে। আবু তালিব (তাঁহার এই কথা শুনিয়া) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার ভাতিজা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। তোমরা ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া যাও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কাওম আমার নিকট আসিয়া এই এই কথা বলিয়াছে। কাজেই তুমি আমার উপর দয়া কর এবং নিজের উপরও দয়া কর। আমার উপর এমন বোঝা চাপাইও না যাহা বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তোমার পক্ষেও সম্ভব হইবে না। অতএব যে সকল কথা তোমার কাওমের নিকট

www.BANGLAKITAB.com

খারাপ লাগে তাহা হইতে বিরত থাক। চাচার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করিলেন যে, তাঁহার ব্যাপারে চাচার মনোভাবও পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি আর তাহাকে' সাহায্য করিবেন না, বরং কাওমের হাতে তুলিয়া দিবেন এবং তাঁহার সহযোগিতা করিতে অপারগ হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ ধারণা করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাচাজান, যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও আনিয়া দেওয়া হয় তবুও আমি এই কাজ ছাড়িতে পারিব না, যতদিন না আল্লাহ তায়ালা (আমার) এই কাজকে বিজয় দান করেন অথবা এই চেষ্টায় আমি নিঃশেষ হইয়া যাইব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় সজল হইয়া উঠিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তিনি তথা হইতে ফিরিয়া চলিলেন। আবু তালিব যখন তাঁহার এরূপ দৃঢ়তা দেখিলেন তখন ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে ফিরিলে বলিলেন, যাও, তোমার যেরূপ ইচ্ছা কাজ করিতে থাক, আল্লাহর কসম, আমি কোন কারণে কোন অবস্থায়ই তোমার সাহায্য পরিত্যাগ করিব না। (বিদায়াহ)

চাচার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, আবু তালিবের ইন্তেকালের পর কোরাইশের এক দুরাচার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিল এবং তাঁহার গায়ে মাটি দিল। তিনি নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এক কন্যা পিতার চেহারা হইতে মাটি মুছিতে মুছিতে কাঁদিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন, কাঁদিও না মা, আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতাকে হেফাজত করিবেন। তিনি ইহাও বলিতেছিলেন যে, আবু তালিবের মৃত্যুর পূর্বে কোরাইশগণ এইরূপ দুর্ব্যবহার করে নাই। এখন এই

দুর্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আবু তালিবের ইন্তেকালের পর কোরাইশের লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রুক্ষ ব্যবহার আরম্ভ করিলে তিনি বলিলেন, হে চাচা, কত শীঘ্রই না আপনার অভাব অনুভব করিতেছি।

কোরাইশদের পক্ষ হইতে যেসকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন

হারেস ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন এক জায়গায় লোকদের ভীড় দেখিয়া আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে এত মানুষের ভীড় কেন? তিনি বলিলেন, লোকেরা তাহাদের কাওমের এক বেদ্বীনকে লইয়া ভীড় জমাইয়াছে। হারেস (রাঃ) বলেন, আমরা সেখানে বাহন হইতে নামিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ ও ঈমানের দিকে আহবান করিতেছেন, আর লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং তাঁহাকে নানারকম কষ্ট দিতেছে। এইভাবে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিল। তারপর লোকজন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে একজন মহিলা একটি পাত্রে পানি ও একটি রুমাল লইয়া আগাইয়া আসিল। মহিলাটির বুক ছিল খোলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট হইতে পাত্রটি লইয়া পান করিলেন এবং অযূ করিলেন। তারপর মহিলাটির প্রতি মাথা তুলিয়া বলিলেন, বেটি, তোমার বুক ঢাকিয়া লও, আর তোমার পিতার জন্য ভয় করিও না। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মহিলাটি কে? লোকেরা বলিল, তাঁহার মেয়ে যায়নাব (রাঃ)।

হযরত মুনীব আযদী (রাঃ) বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল, তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল সফলকাম হইবে। তাঁহার এই আহবান শুনিয়া কেহ তাঁহার মুখে থুথু

www.BANGLAKITAB.com

নিক্ষেপ করিতেছিল, কেহ মাটি নিক্ষেপ করিতেছিল আর কেহবা তাঁহাকে গালাগাল দিতেছিল। এইভাবে দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। এমন সময় একটি মেয়ে এক পেয়ালা পানি লইয়া আসিল। তিনি উহা দ্বারা নিজের হাত মুখ ধৌত করিয়া বলিলেন, হে আমার বেটি, তোমার পিতার জন্য আকস্মিকভাবে নিহত হইবার বা কোন প্রকার অপমানের আশংকা করিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটি কে? লোকেরা বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যায়নাব (রাঃ)। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে ছিলেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আস (রাঃ)কে বলিলাম, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট দিয়াছে এমন ঘটনা বলুন। তিনি বলিলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীমে কা'বায় নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে আবি মুআইত অগ্রসর হইয়া তাঁহার গলায় কাপড় পেঁচাইয়া খুব জোরে কষিয়া ধরিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া ওকবাকে ধরিয়া তাঁহার কাঁধের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَاءَ كُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ

অর্থ ঃ তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু এই কথার জন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, সে বলে, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার, অথচ তিনি তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছেন? (বিদায়াহ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি শুধু একদিনই এমন দেখিয়াছি যে, কোরাইশগণ কা'বাশরীফের ছায়ায় বসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কতলের পরামর্শ করিতেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট নামায পড়িতেছিলেন। ওকবা ইবনে আবি মুআইত উঠিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং নিজের চাদর তাঁহার গলায় পেঁচাইয়া এমন জোরে টান মারিল যে, তিনি উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। লোকেরা চিৎকার করিয়া উঠিল। সকলে ধারণা করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হইয়াছেন। (শোরগোল শুনিয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং তাঁহার বাহু জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে তুলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, তোমরা কি একজন মানুষকে এই কথার জন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। অতঃপর তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া নামায আদায় করিলেন। নামায শেষে তিনি তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা কা'বা শরীফের ছায়ায় বসিয়াছিল। তিনি বলিলেন, হে কোরাইশ! শোন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমাকে তোমাদের নিকট তোমাদিগকে জবাই করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। (অর্থাৎ যাহারা মানিবে না তাহারা শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে কতল হইবে।) এই কথা বলিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত আপন কণ্ঠনালীর উপর চালাইয়া জবাই এর দিকে ইশারা করিলেন। আবু জেহেল বলিল, আপনি তো এমন মূর্খলোক নহেন। (অর্থাৎ আপনি এরূপ কঠোর বাক্য উচ্চারণ না করিয়া ধৈর্য ধারণ করুন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্যে একজন (যাহারা জবাই হইবে)। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোরাইশগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যে সকল শত্রুতামূলক দুর্ব্যবহার করিত তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কি কঠোর ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, একবার কোরাইশ প্রধানগণ হাতীমের ভিতর সমবেত হইলে আমিও সেখানে ছিলাম। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে,

www.BANGLAKITAB.com

এই লোকটির ব্যাপারে আমাদের যতখানি সহ্য করিতে হইয়াছে ইতিপূর্বে কখনও আমাদের এরূপ সহ্য করিতে হয় নাই। আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে সে নির্বুদ্ধিতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আমাদের বাপদাদাকে মন্দ বলিয়াছে। আমাদের ধর্মবিশ্বাসে দোষ বাহির করিয়াছে, আমাদের মধ্যেকার ঐক্যে ফাটল ধরাইয়াছে এবং আমাদের মা'বুদদের গালাগাল দিয়াছে। আমরা তাহার ব্যাপারে অনেক সহ্য করিয়াছি। তাহারা এই ধরণের বহু কথা বলিল। তাহারা এই সকল কথাবার্তা বলিতেছিল এমন সময় সামনের দিক হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসিতে দেখা গেল। তিনি হাঁটিয়া আসিয়া হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতঃ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ আরম্ভ করিলেন। তাওয়াফের সময় কাফেরদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহারা তাঁহার কোন কথা লইয়া বিদ্রূপ করিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে তাহাদের এই বিদ্রূপের প্রতিক্রিয়া অনুভব করিলাম। তিনি (চুপচাপ) সামনে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তারপর দ্বিতীয়বার অতিক্রমকালে তাহারা আবার পূর্বের ন্যায় বিদ্রূপ করিল। আমি তাঁহার চেহারা মুবারকে উহার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করিলাম। তিনি (এবারও কোন কথা না বলিয়া) সামনে অগ্রসর হইয়া গেলেন। অতঃপর তৃতীয়বার অতিক্রমকালেও তাহারা পূর্বের ন্যায় বিদ্রূপ করিলে তিনি বলিলেন, হে কোরাইশগণ, তোমরা শুনিতে পাইতেছ কি? শোন, সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি তো তোমদিগকে জবাই করিবার জন্য আসিয়াছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা উপস্থিত সকলের মনে এমন ভীতি সঞ্চার করিল যে, তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল (এবং এমনভাবে মাথা হেঁট করিল) যেন তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় পাখী বসিয়াছে। তাহাদের মধ্যেকার সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তিটিও তাঁহাকে এই বলিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে, হে আবুল কাসেম, চলিয়া যান, ভালভাবে চলিয়া যান। খোদার কসম, আপনি তো

মূর্খলোক নহেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া আসিলেন।

পরদিন আবার তাহারা কা'বার হাতীমে সমবেত হইল। আমিও তাহাদের সঙ্গে ছিলাম। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের ও তাঁহার মধ্যেকার পারস্পরিক বিবাদ সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করিলে। তারপর তিনি যখন প্রকাশ্যে তোমাদিগকে অপছন্দনীয় কথা শুনাইয়া দিলেন তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে। তাহাদের এইরূপ আলাপ–আলোচনার মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিয়া পৌছিলেন। তাহারা সকলে একযোগে তাঁহার প্রতি ঝাপাইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল যে, তুমিই কি এইরূপ এইরূপ বলিয়া থাক? তাহাদের মা'বুদ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল দোষের কথা বলিতেন সবই তাহারা বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, আমিই তাহা বলিয়া থাকি।

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি দেখিলাম তাহাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের চাদর জড় করিয়া ধরিল এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাহার মুকাবিলার জন্য উঠিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোমরা কি একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়াদিগার। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমার দেখা মত ইহাই ছিল তাঁহার সহিত কোরাইশদের সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবহার। (মুসনাদে আহমাদ) বাইহাকীও হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মুশরিকদের দুর্ব্যবহারের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর ব্যবহার কোন্‌টি দেখিয়াছেন? তিনি

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন, মুশরিকগণ মসজিদে (হারামে) বসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের মা'বুদগুলির সম্পর্কে তাঁহার বিভিন্ন উক্তি লইয়া সমালোচনা করিতেছিল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিয়া উঠিলেন। তাহারা সকলে একযোগে উঠিয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরত আবু বকর (রাঃ) আর্তচিৎকার শুনিতে পাইলেন। লোকেরা বলিল, তোমার সঙ্গীকে বাঁচাও। তিনি আমাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহার মাথায় চারটি চুলের ঝুঁটি ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'তোমাদের নাশ হউক! তোমরা একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। অথচ তিনি তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট (এই বিষয়ে) নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছেম?' তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া দিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর ঝাপাইয়া পড়িল।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন (মুশরিকদের প্রহারের দরুন) তাহার অবস্থা এরূপ ছিল যে, চুলের যে কোন ঝুঁটিতে হাত দিতেই তাহা উঠিয়া আসিত। তিনি তখন শুধু ইহাই বলিতেছিলেন—

تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

অর্থাৎ কতই না বরকতময় আপনি হে মহিমাময় ও মহানুভব।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করিল যে, তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নাশ হউক, তোমরা কি একজন মানুষকে এই জন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল এই ব্যক্তি কে? কাফেরগণ বলিল, এই ব্যক্তি পাগল আবু বকর।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আলী (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা প্রদানকালে বলিলেন, হে লোকসকল, সর্বাপেক্ষা বড় বীর কে? লোকেরা বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনিই (বড় বীর)। তিনি বলিলেন, (অবশ্য) আমার সহিত যে কেহই মুকাবিলা করিয়াছে আমি তাহার উপর বিজয় লাভ করিয়াছি। তবে হযরত আবু বকর (রাঃ) হইলেন সর্বাপেক্ষা বড় বীর। বদরের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছাউনি তৈয়ার করিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (পাহারার জন্য) কে থাকিবে? যাহাতে কোন মুশরিক তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে না পারে। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেহই এই কাজের সাহস করিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ) খোলা তরবারী হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে কোন মুশরিক তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত তিনি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইনিই হইলেন সর্বাপেক্ষা বড় বীর। খোদার কসম, আমি এমনও দেখিয়াছি যে, কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। কেহ তাঁহার প্রতি রাগ ঝাড়িতেছিল, কেহ বা তাঁহাকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতেছিল, আর বলিতেছিল যে, তুমিই বহু মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ সাব্যস্ত করিয়াছ। আল্লাহর কসম, সে সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইতে সাহস করে নাই। তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাদের একজনকে মারিলেন, একজনের সহিত লড়িলেন, একজনকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিলেন আর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নাশ হউক, তোমরা কি একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার? এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত আলী (রাঃ) গায়ের চাদর উঠাইয়া লইলেন এবং এত কাঁদিলেন যে, তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল।

www.BANGLAKITAB.com

তারপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করি, ফেরআউনের বংশের সেই মুমিন উত্তম না ইনি (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ))? উপস্থিত লোকেরা (কোন জবাব না দিয়া) চুপ করিয়া রহিল। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি ফেরআউনের বংশের মুমিন দ্বারা যমীন পরিপূর্ণ হয় তবে তাহাদের (সারা জীবনের নেক আমল) অপেক্ষা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক ঘন্টা অধিক উত্তম। কারণ ফেরআউনের বংশের উক্ত ব্যক্তি তাহার ঈমানকে গোপন রাখিয়াছিলেন আর ইনি তাঁহার ঈমানকে প্রকাশ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পক্ষে আবুল বাখতারীর সাহায্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামায পড়িতেছিলেন। আবু জেহেল ইবনে হিশাম, রাবিআর দুই পুত্র শাইবাহ ও উতবাহ, ওকবা ইবনে আবি মুআইত, উমাইয়া ইবনে খালাফ ও অপর দুই ব্যক্তি তাহারা সাতজন হাতিমের ভিতর বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে সেজদা দীর্ঘ করিলেন। আবু জেহেল বলিল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, অমুক বংশের জবাইকৃত উটের নাড়িভূড়ি লইয়া আসিবে? আমরা তাহা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কাঁধের উপর চাপাইয়া দিব। তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা কমবখত ওকবা ইবনে আবি মুআইত গেল এবং তাহা লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর ফেলিয়া দিল। তিনি তখন সেজদারত ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু আমার সাহস হয় নাই যে, কোন কথা বলি। কারণ আমার নিজেরও হেফাজতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি সেখান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দেখিলাম,

হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার কাঁধ হইতে উহা সরাইলেন। অতঃপর কোরাইশদিগকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। কোরাইশদের কেহই তাহার কোন জবাব দিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা পূর্ণ করিয়া অভ্যাসমত মাথা উঠাইলেন। নামায শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এই বদদোয়া করিলেন, হে আল্লাহ, কোরাইশকে পাকড়াও করুন, ওতবা, ওকবা, আবু জেহেল ও শাইবাকে পাকড়াও করুন। তারপর মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পথে চাবুক হাতে আবুল বাখতারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিমর্ষ চেহারা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি হইয়াছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে যাইতে দাও। আবুল বাখতারী বলিল, আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি আপনাকে যাইতে দিব না যতক্ষণ না আপনি বলিবেন যে, আপনার কি হইয়াছে? নিশ্চয় আপনার কোন কষ্ট হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখিলেন, সে ছাড়িবে না তখন বলিলেন, আবু জেহেলের নির্দেশে আমার উপর উটের নাড়িভূড়ি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবুল বাখতারী বলিল, মসজিদে চলুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাখতারী উভয়ে আসিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর আবুল বাখতারী আবু জেহেলের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হাকাম, তুমিই কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর উটের নাড়িভূড়ি চাপাইবার নির্দেশ দিয়াছ? সে বলিল, হাঁ। আবুল বাখতারী চাবুক উঠাইয়া আবু জেহেলের মাথায় আঘাত করিল। ইহাতে কাফেরদের মধ্যে পরস্পর হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া গেল। আবু জেহেল উচ্চস্বরে বলিল, তোমাদের নাশ হউক, আবুল বাখতারীর চাবুকের আঘাত আমি তাহার ব্যক্তিত্বের কারণে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাহিতেছেন, আমাদের

www.BANGLAKITAB.com

পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দিয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ নিরাপদ থাকিবেন। (বায্যার ও তাবারানী)

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে আবুল বাখতারীর এই ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর উটের নাড়িভূড়ি চাপাইয়া দিয়া তাহারা এমনভাবে হাসিতে লাগিল যে, হাসির চোটে তাহারা একে অপরের উপর গড়াইয়া পড়িতেছিল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি ইহাদের সকলকে নিহত হইতে দেখিয়াছি।

আবু জেহেল কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান

হযরত ইয়াকুব ইবনে ওতবা (রহঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় আবু জেহেল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিল। হযরত হামযা (রাঃ) শিকারী লোক ছিলেন। তিনি সেদিন শিকারে গিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী আবু জেহেলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। হযরত হামযা (রাঃ) শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, হে আবু ওমারাহ, আজ আবু জেহেল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কি দুর্ব্যবহারই না করিয়াছে, যদি তুমি তাহা দেখিতে!

শুনিয়া হযরত হামযা (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘাড়ের উপর ধনুক লটকানো অবস্থায় সোজা মসজিদে হারামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি আবু জেহেলকে কোরাইশদের এক মজলিসে পাইলেন। তিনি কোন কথাবার্তা ছাড়াই ধনুক দ্বারা আবু জেহেলের মাথায় এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, তাহার মাথায় জখম

হইয়া গেল। কোরাইশের কিছু লোক হযরত হামযা (রাঃ)কে থামাইবার জন্য উঠিল। হযরত হামযা (রাঃ) বলিলেন, এখন হইতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনই আমার দ্বীন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর কসম, আমি এই দ্বীন হইতে কখনও ফিরিব না। যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হইয়া থাক তবে আমাকে বাধা দিয়া দেখ।

হযরত হামযা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের শক্তি বাড়িয়া গেল এবং তাঁহারা নিজেদের কাজে আরো মজবুত হইলেন। অপরদিকে কোরাইশগণ ভীত হইল এবং তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, হযরত হামযা (রাঃ) নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজত করিবেন।

(তাবারানী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত হামযা (রাঃ) তীরন্দাজি হইতে ফিরিবার পথে একজন মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহিলাটি বলিল, হে আবু ওমারাহ, আজ তোমার ভাতিজাকে আবু জেহেল ইবনে হিশাম অনেক কষ্ট দিয়াছে। সে তাঁহাকে অনেক গালাগাল দিয়াছে, নানাহ রকম খারাপ কথা বলিয়াছে এবং বিভিন্ন রকম দুর্ব্যবহার করিয়াছে। হযরত হামযা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ করিতে আর কেহ কি দেখিয়াছে? মহিলা বলিল, হাঁ, আল্লাহর কসম, বহু লোক দেখিয়াছে। হযরত হামযা (রাঃ) সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সাফা মারওয়ার নিকট এক মজলিসে পৌঁছিয়া দেখিলেন, লোকজন বসিয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে আবু জেহেলও রহিয়াছে। তিনি আপন ধনুকের সহিত ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুমি এই এই গালাগাল দিয়াছ এবং এই এই দুর্ব্যবহার করিয়াছ? পরক্ষণেই দুই হাতে ধনুক ধরিয়া আবু জেহেলের মাথার উপর এমন জোরে মারিলেন যে, ধনুক ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, এই মার ধনুক দ্বারা গ্রহণ কর, পরবর্তী মার তরবারীর হইবে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় তিনি

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে সত্য দ্বীন লইয়া আসিয়াছেন। লোকেরা বলিল, হে আবু ওমারাহ, তিনি আমাদের মা'বুদগুলির সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা তো এমন কাজ যাহা আপনি করিলেও আমরা মানিয়া লইতাম না। যদিও বা আপনি তাঁহার অপেক্ষা উত্তম। হে আবু ওমারাহ, আপনি তো খারাপ লোক ছিলেন না।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন মসজিদে হারামে বসিয়াছিলাম, এমন সময় আবু জেহেল—আল্লাহর লা'নত হউক তাহার প্রতি—আসিয়া বলিল, আমি আল্লাহর নামে মানত করিয়াছি যে, যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সেজদারত পাই তবে তাহার গর্দান মাড়াইয়া দিব। আমি সেখান হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে আবু জেহেলের কথা জানাইলাম। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং মসজিদে পৌঁছিলেন। দ্রুত মসজিদে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তিনি দরজা দিয়া না ঢুকিয়া দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, আজ কিছু একটা ঘটিবে। অতএব আমি মজবুত করিয়া লুঙ্গি বাঁধিয়া তাঁহার পিছনে চলিলাম। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থাৎ, পড় তোমার রব্বের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন জমাট রক্ত হইতে.....

পড়িতে পড়িতে যখন আবু জেহেল সম্পর্কিত আয়াত—

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى - اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى-

অর্থাৎ, "সত্যই মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে" পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন এক ব্যক্তি আবু জেহেলকে বলিল, হে আবুল হাকাম, এই যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)। আবু জেহেল বলিল, আমি যাহা দেখিতেছি তোমরা কি তাহা দেখিতেছ না? খোদার কসম, আসমানের কিনারা পর্যন্ত আমার উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করিলেন। (বিদায়াহ)

বাররা বিনতে তাজরাহ (রাঃ) বলেন, আবু জেহেল ও তাহার সঙ্গে কতিপয় কাফের মিলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে বিভিন্ন রকমে কষ্ট দিল। তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) আসিয়া আবু জেহেলকে এমনভাবে মারিল যে, তাহার মাথায় জখম হইয়া গেল। কাফেরগণ তুলাইব (রাঃ)কে ধরিলে আবু লাহাব তাহার সাহায্যের জন্য উঠিল। হযরত আরওয়া (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, তুলাইবের জীবনে সর্বোত্তম দিন হইল ঐ দিন যেদিন সে তাহার মামাতো ভাইয়ের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহায্য করিয়াছে। আবু লাহাবকে কেহ বলিল, (তোমার বোন) আরওয়া বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া আবু লাহাব আরওয়া (রাঃ)এর নিকট গেল এবং তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। হযরত আরওয়া (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার ভাতিজার সাহায্য কর। কারণ যদি তিনি বিজয়ী হন তবে তোমার এখতিয়ার থাকিবে। অন্যথায় ভাতিজার ব্যাপারে তোমার অপারগতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। আবু লাহাব বলিল, সমগ্র আরবের মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? সে তো নতুন দ্বীন লইয়া আসিয়াছে। (এসাবাহ)

ওতাইবা ইবনে আবি লাহাব কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে ওতাইবা ইবনে আবি

www.BANGLAKITAB.com

লাহাব বিবাহ করে এবং অপর মেয়ে হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ)কে তাহার ভাই ওতবা ইবনে আবি লাহাবের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের রুখসতীর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তারপর যখন সূরা 'তাব্বাত ইয়াদা' নাযিল হইল তখন আবু লাহাব তাহার পুত্রদ্বয় ওতবা ও ওতাইবাকে বলিল, আমার সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না যদি তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মেয়েদেরকে তালাক প্রদান না কর।

তাহাদের মা—বিনতে হারব ইবনে উমাইয়া যাহাকে কোরআন শরীফে হাম্মালাতাল হাতাব (অর্থাৎ খড়িবাহক) বলা হয়েছে। সেও পুত্রদ্বয়কে বলিল, হে আমার ছেলেরা, তোমরা উহাদিগকে তালাক দিয়া দাও। কারণ তাহারা বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে।

অতএব তাহারা উভয়কে তালাক দিল। ওতাইবা হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে তালাক দিবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি তোমার দ্বীনকে অস্বীকার করিলাম এবং তোমার মেয়েকে তালাক দিলাম। তুমিও কখনও আমার নিকট আসিবে না, আর আমিও কখনও তোমার নিকট আসিব না। অতঃপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমন করিয়া বসিল এবং তাঁহার গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেইসময় ওতাইবা বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া যাইবার প্রস্তুতি লইতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিতেছি, তিনি যেন আপন সিংহ তোমার উপর লেলাইয়া দেন।

ওতাইবা কোরাইশদের এক কাফেলার সহিত রওয়ানা হইল। তাহারা যখন যারকা নামক স্থানে রাত্রি যাপনের জন্য অবতরণ করিল তখন সেই রাত্রে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে একটি সিংহকে ঘোরাফেরা করিতে দেখা গেল। ওতাইবা সিংহের ঘোরাফেরা দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমার মায়ের ধ্বংস হউক, খোদার কসম, এই সিংহ আমাকে খাইবে যেমন মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন। ইবনে আবি কাবশা (কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নামে ডাকিত) আমাকে হত্যা করিয়াছে, অথচ তিনি মক্কায় এবং আমি সিরিয়ায়। সকলের মধ্য হইতে সিংহ তাহার উপর আক্রমণ করিল এবং এমনভাবে কামড় বসাইল যে, সে মারা গেল।

যুহাইর ইবনে আলা (রহঃ) বলেন, হিশাম ইবনে ওরওয়া তাহার পিতা হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিংহটি সেই রাত্রে কাফেলার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। কাফেলার লোকজন ওতাইবাকে তাহাদের মাঝখানে লইয়া ঘুমাইল। তাহাদের ঘুমাইবার পর সিংহ সকলকে ডিঙ্গাইয়া ওতাইবাকে ধরিল এবং তাহার মাথা চাবাইয়া ফেলিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) প্রথমে হযরত রুকাইয়া (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন। (তাবারানী)

প্রতিবেশী আবু লাহাব ও ওকবা কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান

হযরত রাবীআহ ইবনে এবাদ দাইলী (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে প্রায় বলিতে শুনি যে, কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। আমি সেই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর আবু লাহাব ও ওকবা ইবনে আবি মুআইতের ঘরের মাঝখানে ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে ফিরিতেন তখন দরজার উপর হায়েজের ন্যাকড়া রক্ত ও ময়লা ইত্যাদি ঝুলানো দেখিতেন। তিনি ধনুকের মাথা দ্বারা ঐগুলি সরাইতেন আর বলিতেন, হে কোরাইশগণ, প্রতিবেশীর সহিত ইহা খুবই খারাপ ব্যবহার।

www.BANGLAKITAB.com

তায়েফের হৃদয়বিদারক ঘটনা

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহুদের দিন অপেক্ষাও কি কঠিন দিন আপনার জীবনে আসিয়াছে? তিনি বলিলেন, তোমার কাওমের লোকদের নিকট হইতে আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে তাহাদের পক্ষ হইতে আকাবার (অর্থাৎ তায়েফের) দিন সর্বাধিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি (তায়েফের সর্দার) আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করিয়াছি, (যে, আমার উপর ঈমান আনয়ন কর, আমার সাহায্য কর এবং আমাকে আশ্রয় দান করিয়া তবলীগ করিবার সুযোগ করিয়া দাও।) কিন্তু সে আমার কোন কথা গ্রহণ করিল না। আমি অত্যন্ত মনোবেদনা লইয়া আপন পথে চলিতেছিলাম। কারনে সাআলিবে পৌঁছিয়া আমার হুঁশ হইল। আমি আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া দেখিলাম, একটুকরা মেঘ আমাকে ছায়া করিয়া আছে। আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, উহাতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আছেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সহিত আপনার স্বজাতীয় লোকদের কথাবার্তা শুনিয়াছেন এবং তাহাদের জবাবও শুনিয়াছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়সমূহের ফেরেশতাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের ব্যাপারে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় আদেশ করুন। অতএব পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম দিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি জিবরাঈলের নিকট যাহা শুনিয়াছেন তাহারই হুকুম হইয়াছে। অতএব আপনি কি চাহেন? আপনি যদি চাহেন তবে (মক্কায় অবস্থিত আবু কোবাইস ও আহমার) পাহাড়দ্বয়কে পরস্পর তাহাদের উপর মিলাইয়া দিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ঔরসে এমন লোক পয়দা করিবেন যে এক আল্লাহর এবাদত

করিবে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। (বোখারী)

ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় পাইবার আশা লইয়া তায়েফে গমন করিলেন। সেখানে বনু সাকীফের তিন সর্দারের নিকট গেলেন। তাহারা আমরের তিন ছেলে—আব্দে ইয়ালীল, হাবীব ও মাসউদ তিন ভাই ছিল। তাহাদের সম্মুখে নিজেকে পেশ করিলেন এবং নিজ কাওমের পক্ষ হইতে যে সকল লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন তাহার অভিযোগ করিলেন, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত মন্দভাবে জবাব দিল।

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নির্যাতনের মাত্রা অত্যাধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। তখন তিনি আশ্রয় ও সাহায্যের আশায় (তায়েফের) বনু সাকীফ গোত্রের নিকট গেলেন। সেখানে সাকীফের তিন সর্দারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তিন ভাই ছিল, আব্দে ইয়ালীল ইবনে আমর, হাবীব ইবনে আমর ও মাসউদ ইবনে আমর। তিনি তাহাদের নিকট নিজেকে পেশ করিলেন এবং নিজ কাওমের নির্যাতন ও তাহাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার অভিযোগ করিলেন। তিনজনের একজন বলিল, আল্লাহ তায়ালা যদি আপনাকে কখনও কিছু দিয়া প্রেরণ করিয়া থাকেন তবে আমি যেন কাবা শরীফের পর্দা চুরি করি। অপরজন বলিল, খোদার কসম, আমি আপনার সহিত এই মজলিসের পর কখনও একটি কথাও বলিব না। কারণ আপনি যদি সত্যই রাসূল হইয়া থাকেন তবে আপনার পদমর্যাদা এত ঊর্ধ্বে যে, আমি আপনার সহিত কথা বলিবার যোগত্যাই রাখি না। তৃতীয়জন বলিল, আল্লাহ তায়ালা আর কাহাকেও রাসূল বানাইতে পারিলেন না? (আপনিই ছিলেন একমাত্র রাসূল হইবার জন্য?) তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলি গোত্রের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল।

গোত্রের লোকেরা সমবেত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের সহিত বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পথের দুই পার্শ্বে হাতে পাথর লইয়া সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া গেল এবং প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার পায়ের উপর পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাহারা ঠাট্টা বিদ্রূপও করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সকল কাফেরদের সারি পার হইয়া তাহাদের হাত হইতে রেহাই লাভ করিলেন তখন তিনি রক্তাক্ত পায়ে তাহাদের একটি বাগানে আসিয়া উঠিলেন। একটি আঙ্গুর গাছের গোড়ায় আসিয়া উহার ছায়াতে বসিলেন। যন্ত্রণাকাতর পা মুবারক হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল। এমন সময় বাগানের ভিতর ওতবা ইবনে রাবিআহ ও শাইবা ইবনে রাবিআহকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের সহিত তাহাদের শত্রুতার কথা ভাবিয়া নিদারুন কষ্ট সত্ত্বেও তাহাদের নিকট যাওয়া পছন্দ করিলেন না। ওতবা ও শাইবা তাহাদের নিন্ওয়াবাসী খৃষ্টান গোলাম আদ্দাসের হাতে তাঁহার নিকট একটি আঙ্গুরের ছড়া দিয়া পাঠাইল। আদ্দাস উহা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলে তিনি (খাওয়ার প্রথমে) বিসমিল্লাহ বলিলেন। ইহাতে আদ্দাস বিস্ময় প্রকাশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদ্দাস, তুমি কোন্ দেশের অধিবাসী? আদ্দাস বলিল, আমি নিন্ওয়ার অধিবাসী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই নেক ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার শহরের অধিবাসী?

আদ্দাস জিজ্ঞাসা করিল, ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে আপনি কি জানেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে যাহা জানিতেন বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মুবারক এই ছিল যে, আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিবার ব্যাপারে কাহাকেও তুচ্ছ মনে করিতেন না। (অর্থাৎ ছোট বড় সকলকেই দাওয়াত প্রদান করিতেন।) আদ্দাস বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইউনুস ইবনে মাত্তা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আমাকে বলুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউনুস ইবনে মাত্তা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে তাঁহার উপর যাহা কিছু ওহী নাযিল হইয়াছিল তাহা আদ্দাসকে শুনাইলেন। শুনিয়া আদ্দাস তাঁহার সম্মুখে সেজদায় পড়িয়া গেল এবং তাঁহার রক্তাক্ত পদযুগল চুম্বন করিল। ওতবা ও তাহার ভাই শাইবা তাহাদের গোলামকে এইরূপ করিতে দেখিয়া হতবাক হইয়া গেল। গোলাম তাহাদের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহারা বলিল, কি ব্যাপার, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সেজদা করিলে এবং তাঁহার পা চুম্বন করিলে? অথচ আমাদের কাহারো সঙ্গে তোমাকে এইরূপ করিতে তো কখনও দেখি নাই? আদ্দাস উত্তরে বলিল, ইনি একজন নেক ব্যক্তি। তিনি আমাকে আমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত ইউনুস ইবনে মাত্তা নামক এক রাসূল সম্পর্কে এমন কিছু কথা শুনাইয়াছেন যাহা আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম। তিনি আমাকে (ইহাও) বলিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। ওতবা ও শাইবা ইহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, সে যেন তোমাকে তোমার খৃষ্টধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে। লোকটি মানুষকে ধোকা দিয়া থাকে (নাউযুবিল্লাহ)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। (আবু নুআঈম)

মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তায়েফবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া গেল। তিনি যখন পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন তখন প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁহার পদযুগলের উপর তাহারা পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে রক্তাক্ত করিয়া দিল। তিনি যখন তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাইলেন তখন তাঁহার পদযুগল হইতে রক্ত ঝরিতেছিল।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু সাকীফের কল্যাণের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া তাহাদের নিকট হইতে উঠিলেন তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যাহা করিবার করিয়াছ (অর্থাৎ আমার দাওয়াতকে

WWW.BANGLAKITAB.COM

প্রত্যাখ্যান করিয়াছ)। অন্ততপক্ষে এই কথাবার্তাগুলি প্রকাশ করিয়া দিও না। কারণ তিনি চাহিতেন না যে, এই সকল কথা তাঁহার কাওমের নিকট পৌঁছুক এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কাওমের লোকেরা আরো বেশী দুঃসাহসী হইয়া উঠুক। কিন্তু সাকীফের সর্দারগণ এই অনুরোধ রক্ষা করিল না, বরং তাহারা বখাটে ছোকরার দল ও নিজেদের গোলামদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিল। আর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগাল দিতে লাগিলএবং হৈচৈ করিতে আরম্ভ করিল যাহাতে বহু লোকজনের ভীড় জমিয়া গেল। তিনি বাধ্য হইয়া ওতবা ইবনে রাবিআহ ও শাইবা ইবনে রাবিআর বাগানে আশ্রয় লইলেন। ওতবা ও শাইবা তখন বাগানেই মওজুদ ছিল। সকীফের বখাটে ছোকরার দল ও তাহাদের অনুসারী লোকজন ফিরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আঙ্গুর গাছের ছায়ায় বসিলেন। রাবীআর দুইপুত্র ওতবা ও শাইবা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল এবং তায়েফের দুর্বৃত্তদের দুর্ব্যবহারও তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বনু জুমাহ গোত্রের একজন মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার শ্বশুরালয়ের লোকদের নিকট হইতে আমাদেরকে কত কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছে।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তায়েফবাসীদের হাত হইতে) নিশ্চিন্ত হইলেন তখন তিনি এই দোয়া করিলেন—

"আয় আল্লাহ, আপনারই নিকট আমি নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও লোকসমাজে অবহেলিত হওয়ার অভিযোগ করিতেছি। ইয়া আরহামার রাহিমীন, আপনিই দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আপনিই আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কাহার নিকট সোপর্দ করিতেছেন? অচেনা অনাত্মীয়ের নিকট? যে আমাকে দেখিলে মুখ বিকৃত করে না কোন এমন শত্রুর নিকট যাহাকে আমার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। যদি

আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন তবে আমি কাহারো পরওয়া করি না, আপনার হেফাজত আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আপনার চেহারার নূর যাহা সকল অন্ধকারকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে এবং যাহার দ্বারা দুনিয়া আখেরাতের সকল কার্যাবলী সমাধা হয় সেই নূরের উসিলায় আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি, যেন আমার উপর আপনার গজব পতিত না হয় এবং আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। আপনার অসন্তোষকে দূর করা জরুরী যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন। আপনার তৌফিক ব্যতীত কেহ না গুনাহ হইতে ফিরিতে পারে, আর না নেক কাজে শক্তি অর্জন করিতে পারে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই নির্যাতন দেখিয়া রাবীআর দুই পুত্র ওতবা ও শাইবার মনে আত্মীয়তাবোধ জাগিয়া উঠিল এবং নিজেদের খৃষ্টান গোলাম আদ্দাসকে ডাকিয়া বলিল, এই রেকাবিতে করিয়া একছড়া আঙ্গুর ঐ ব্যক্তির নিকট লইয়া যাও এবং তাঁহাকে খাইতে বল। আদ্দাস আঙ্গুর লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং তাঁহার সম্মুখে আঙ্গুর রাখিয়া বলিল, আহার করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার উপর হাত রাখিয়া 'বিসমিল্লাহ' বলিলেন এবং আহার করিলেন। আদ্দাস তাঁহার চেহারার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিল, খোদার কসম, এই এলাকার লোকজন তো (আহারের সময়) এইরূপ কথা বলে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদ্দাস, তুমি কোন্ এলাকার লোক এবং তোমার দ্বীন কি? আদ্দাস বলিল, আমি খৃষ্টান। নিনওয়ার অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই নেক লোক ইউনুস ইবনে মাত্তার গ্রামের লোক? আদ্দাস বলিল, ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি আমার ভাই, তিনি একজন নবী ছিলেন, আর আমিও নবী। আদ্দাস ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

www.BANGLAKITAB.com

উপর উপুড় হইয়া পড়িল এবং তাঁহার মাথা ও হাত পা চুম্বন করিতে লাগিল।

অপরদিকে রাবীআর দুইপুত্র ওতবা ও শাইবা একে অন্যকে বলিতে লাগিল যে, সে তো তোমার গোলামকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আদ্দাস ফিরিয়া আসিলে তাহারা আদ্দাসকে বলিল, হে আদ্দাস, তোমার নাশ হউক, তুমি কেন এই ব্যক্তির মাথা ও হাত–পা চুম্বন করিতেছিলে? আদ্দাস বলিল, হে মনিব, যমীনের বুকে এই ব্যক্তি হইতে উত্তম আর কেহ নাই। তিনি আমাকে এমন কিছু বিষয় বলিয়াছেন যাহা নবী ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে না। তাহারা উভয়ে বলিল, হে আদ্দাস, তোমার নাশ হউক, সে যেন তোমাকে তোমার ধর্ম হইতে সরাইয়া না দেয়, কারণ তোমার ধর্ম তাহার ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। (বিদায়াহ)

সুলাইমান তাইমী (রহঃ) তাহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আদ্দাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। (এসাবাহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি যদি আমাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সওর পাহাড়ের) গুহায় আরোহনের সময় দেখিতে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরণযুগল হইতে রক্ত ঝরিতেছিল এবং আমার উভয় পা পাথরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি পায়ে পথ চলিতে অভ্যস্ত ছিলেন না বিধায় তাঁহার পা মুবারক রক্তাক্ত হইয়াছিল।

(কান্‌যুল উম্মাল)

ওহুদের দিন নবী করীম (সাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের নিচের দাঁত মুবারক শহীদ

হইয়াছিল এবং মাথা মুবারক জখম হইয়াছিল। তিনি আপন চেহারা মুবারক হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, সেই জাতি কিভাবে কল্যাণ লাভ করিবে যাহারা তাহাদের নবীর মাথা যখম করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, অথচ তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহবান জানাইতেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এই আয়াত নাযিল হইল—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

অর্থ ঃ এই ব্যাপারে আপনার কোন এখতিয়ার নাই, হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তওবা (করিবার তৌফিক প্রদান করিয়া ক্ষমা করিয়া) দিবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন, কারণ তাহারা অন্যায়ের উপর রহিয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক আহত হইলে হযরত মালিক ইবনে সিনান (রাঃ) সামনের দিক হইতে আসিয়া যখমের স্থান হইতে রক্ত চুষিয়া লইলেন এবং তাহা গিলিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি এমন লোককে দেখিতে ইচ্ছা করে যাহার রক্তের সহিত আমার রক্ত মিশিয়া গিয়াছে সে যেন মালিক ইবনে সিনানকে দেখিয়া লয়। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখনই ওহুদের দিনের কথা আলোচনা করিতেন বলিতেন, ওহুদের দিন তো সম্পূর্ণই তালহার অংশে। তারপর (বিস্তারিতভাবে) বর্ণনা করিতেন এবং বলিতেন, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রমকারীদের মধ্যে যাহারা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে আমিই প্রথম ছিলাম। আমি (ফিরিয়া) দেখিলাম, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্য আল্লাহর রাহে প্রাণপণ লড়াই করিতেছে। মনে মনে বলিলাম, এই ব্যক্তি যেন তালহা হন। কেননা

WWW.BANGLAKITAB.COM

আমি যে সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহা যেন আমার গোত্রের কেহ লাভ করেন, ইহাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমার ও মুশরিকগণের মাঝখানে অপর এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যাহাকে আমি চিনিতে পারিতেছিলাম না। তাহার অপেক্ষা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশী নিকটে ছিলাম। তিনি আমার অপেক্ষা দ্রুত চলিতেছিলেন। হঠাৎ দেখি তিনি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)। আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার সামনের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চেহারা মুবারক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং চেহারার উপর শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া (আংটা) ঢুকিয়া গিয়াছে। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সঙ্গী তালহার খবর লও। কারণ তিনি অধিক রক্তক্ষরণের দরুন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু (স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু গুরুতর আহত হইয়াছিলেন সেহেতু) আমরা তাঁহার কথার প্রতি খেয়াল করিলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক হইতে আংটা বাহির করিবার জন্য অগ্রসর হইলে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আপনাকে আমার হকের কসম, আমাকে এই সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ দিন। অতএব আমি তাহার জন্য এই সুযোগ ছাড়িয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হইবে মনে করিয়া হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হাত দিয়া টানিয়া বাহির করার পরিবর্তে দাঁতে কামড়াইয়া একটি আংটা টানিয়া বাহির করিলেন। ইহাতে তাহার সামনের একটি দাঁত পড়িয়া গেল। অতঃপর আমিও তাহার ন্যায় (দ্বিতীয় আংটা বাহির করিবার জন্য) অগ্রসর হইলে তিনি আবারও বলিলেন, আপনাকে আমার হকের কসম, আমার জন্য এই সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ ছাড়িয়া দিন। সুতরাং তিনি প্রথম বারের ন্যায় দ্বিতীয় বারও তাহাই করিলেন এবং ইহাতে তাহার সামনের অপর দাঁতটিও পড়িয়া গেল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে এই দন্তহীন অবস্থায় দেখিতে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগিত। আমরা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত হইতে অবসর হইয়া হযরত তালহা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি একটি গর্তের ভিতর পড়িয়াছিলেন। তাহার শরীরে সত্তরেরও বেশী তীর, তলোয়ার ও বল্লমের আঘাত লাগিয়াছিল, একটি আঙ্গুলও কাটিয়া গিয়াছিল। আমরা তাহার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করিলাম। (বিদায়াহ)

আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানে সাহাবা (রাঃ)দের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পুরুষ সাহাবা (রাঃ)দের সংখ্যা যখন আটত্রিশজন হইল তখন একদিন তাহারা সমবেত হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে জোর আবেদন জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, আমরা তো এখনও সংখ্যায় কম। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দাওয়াতের জন্য বাহির হইলেন। মুসলমানগণ মসজিদে হারামের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের নিকট যাইয়া বসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া রহিলেন। এইভাবে ইসলামের সর্বপ্রথম খতীব হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), যিনি লোকদেরকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আহবান জানাইলেন। মুশরিকগণ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং মসজিদে হারামের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদিগকে অত্যাধিক মারধর করিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে নির্মমভাবে মারা হইল এবং পা দ্বারা মাড়ান হইল।

www.BANGLAKITAB.com

ফাসেক ওতবা ইবনে রাবিআহ নিকটে আসিয়া পুরু তলাযুক্ত জুতা তেরছা ধরিয়া তাঁহার চেহারার উপর আঘাত করিতেছিল এবং পেটের উপর চড়িয়া লাফাইতেছিল। চেহারার উপর উপর্যুপরি আঘাতের দরুন তাঁহার চেহারা ও নাক চেনা যাইতেছিল না। (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোত্র) বনু তাইমের লোকেরা ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহার নিকট হইতে মুশরিকদিগকে সরাইল। তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে একটি কাপড়ে জড়াইয়া ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাদের নিশ্চিত ধারণা হইল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) মারা গিয়াছেন। অতঃপর বনু তাইমের লোকেরা মসজিদে হারামে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিল যে, খোদার কসম, যদি আবু বকর মারা যায় তবে আমরা অবশ্যই ওতবা ইবনে রাবিআকে কতল করিব। এই ঘোষণার পর তাহারা পুনরায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া গেল। (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিতা) আবু কোহাফা ও বনু তাইমের লোকেরা তাহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) সংজ্ঞাহীন ছিলেন। দিনের শেষ বেলায় (তাহার জ্ঞান ফিরিলে) তিনি কথা বলিলেন। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? গোত্রের লোকেরা (এ কথা শুনিয়া) তাহাকে গালমন্দ ও তিরস্কার করিল এবং চলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। যাওয়ার সময় তাহার মা উম্মে খায়েরকে বলিয়া গেল যে, দেখ, তাহাকে কিছু খাওয়াইতে বা পান করাইতে পার কিনা।

সকলে চলিয়া গেলে তাহার মা একাকী রহিলেন এবং তাহাকে কিছু খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) একই কথা বলিতেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তাহার মা বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নাই। তিনি বলিলেন, আপনি উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাবের নিকট যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন। তাহার মা উম্মে জামীলের নিকট যাইয়া বলিলেন, আবু বকর তোমার

নিকট মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খবর জানিতে চাহিতেছে। উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, আমি আবু বকরকেও চিনি না, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকেও চিনি না, তবে যদি বল আমি তোমার সাথে তোমার ছেলের নিকট যাইতে পারি। উম্মে খায়ের বলিলেন, তবে চল। উম্মে জামীল তাহার সহিত রওয়ানা হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দেখিলেন, অতিশয় অসুস্থ (উঠিয়া বসিবারও শক্তি নাই) মাটিতে পড়িয়া আছেন। হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) তাঁহার নিকট যাইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, আল্লাহর কসম, যাহারা আপনার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছে নিঃসন্দেহে তাহারা ফাসেক ও কাফের। আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নিকট হইতে আপনার প্রতিশোধ লইবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, এই যে আপনার মা শুনিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাহার পক্ষ হইতে তোমার জন্য কোন আশঙ্কা নাই। হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, তিনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় আছেন? হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, তিনি আরকামের ঘরে আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যতক্ষণ না স্বয়ং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইব ততক্ষণ না কোন খাবার খাইব, না কোন পানীয় পান করিব। হযরত উম্মে খায়ের ও হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) (রাতের বেশ কিছু সময় পর্যন্ত) অপেক্ষা করিলেন। তারপর লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গেলে উভয়ে তাহাকে ভর দিয়া লইয়া চলিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। উপস্থিত মুসলমানগণও তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান হউন, চেহারার উপর ফাসেকের আঘাতের যন্ত্রণা ব্যতীত আমার আর কোন কষ্ট নাই। এই আমার মা, যিনি আপন ছেলের প্রতি অত্যন্ত সদয়, আর আপনি বরকতময়। অতএব তাহাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করুন এবং তাহার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, হয়ত আল্লাহ তায়ালা আপনার উসিলায় তাহাকে আগুন হইতে বাঁচাইয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মায়ের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাহারা মা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (আরকাম (রাঃ)এর) ঘরে একমাস কাল অবস্থান করিলেন। তাহাদের সংখ্যা তখন ঊনচল্লিশজন পুরুষ ছিল।

হযরত আবু বকর (রাঃ)কে যেদিন প্রহার করা হইল সেদিনই হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও আবু জেহেল ইবনে হেশামের (হেদায়েতের) জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। তাহা হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য কুবল হইল। তিনি বুধবার দিন দোয়া করিলেন, আর বৃহস্পতিবার দিন হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গৃহে অবস্থানরত সকলেই এত জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন যে, মক্কার উঁচুপ্রান্ত পর্যন্ত তাহা শুনা গেল। হযরত আরকাম (রাঃ)এর পিতা যিনি অন্ধ ও কাফের ছিলেন তিনি এই বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন যে, আয় আল্লাহ, আমার ছেলে—তোমার ক্ষুদ্র গোলাম আরকামকে ক্ষমা করিয়া দিও, কারণ সে (নতুন ধর্ম গ্রহণ করিয়া) কাফের হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) (ইসলাম গ্রহণের পর) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ, আমরা যখন হকের উপর রহিয়াছি তখন নিজেদের দ্বীনকে কেন গোপন রাখিব? অথচ তাহারা বাতিলের উপর থাকিয়া প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্ম পালন করিয়া বেড়াইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, আমরা সংখ্যায় কম, আর তুমি তো দেখিয়াছ আমরা কিরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যে সকল মজলিসে কুফরির অবস্থায় বসিয়াছি সে সকল মজলিসে ঈমানকে প্রকাশ করিবই করিব। তারপর তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন। তওয়াফ শেষে কোরাইশের নিকট গেলেন। কোরাইশগণ তাহার অপেক্ষায়ই ছিল। আবু জেহেল ইবনে হেশাম বলিল, অমুক বলিতেছে, তুমি নাকি বেদ্বীন হইয়া গিয়াছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। (মুশরিকগণ (ইহা শুনামাত্রই) তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর তিনি ওতবার উপর আক্রমন চালাইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার বুকের উপর চড়িয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ওতবার চোখের ভিতর আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিলেন। ওতবা চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলে লোকজন হটিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইভাবে যে কোন দল তাহার নিকটে আসিতে চেষ্টা করিত তিনি তাহাদের মধ্যেকার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিকে ধরিয়া বসিতেন (এবং মারিতে আরম্ভ করিতেন)। এইরূপে লোকদেরকে পরাজিত করিয়া তিনি যে সকল মজলিসে (ইসলামের পূর্বে) বসিতেন, সে সকল মজলিসে ঈমানকে প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সকলের উপর বিজয় লাভ করিয়া তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনার আর কোন ভয় নাই। আল্লাহর কসম,

www.BANGLAKITAB.com

আমি যে সকল মজলিসে কুফুরির অবস্থায় বসিয়াছি এরূপ সকল মজলিসে যাইয়া নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কচিত্তে ঈমানকে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে চলিলেন। তিনি বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে জোহরের নামায আদায় করিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সহ হযরত আরকাম (রাঃ)এর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় হযরত ওমর (রাঃ) একাই (নিজ ঘরে) ফিরিয়া গেলেন এবং তাহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ফিরিয়া গেলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, তিনি নবুওয়াতের ষষ্ঠ বৎসর সাহাবা (রাঃ)দের হাবশায় হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হিজরতের উদ্দেশ্যে হাবশার দিকে রওয়ানা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পর হইতেই আমি আমার পিতামাতাকে ইসলামের উপর পাইয়াছি। প্রতিদিন সকাল বিকাল দুইবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিতেন। মুসলমানদের উপর (কাফেরদের) অত্যাচারের মাত্রা চরমরূপ ধারণ করিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে হাবশার দিকে রওয়ানা হইলেন। বারকুল গিমাদ পর্যন্ত পৌঁছার পর কারাহ গোত্রের সর্দার ইবনে দাগিনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইবনে দাগিনা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু বকর, কোথায় যাইতেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার কাওম আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন আমার ইচ্ছা হইতেছে, যমীনের বুকে ভ্রমণ করিতে থাকিব এবং আমার পরওয়ারদিগারের এবাদত করিতে থাকিব। ইবনে দাগিনা বলিল, হে আবু

বকর (রাঃ) আপনার ন্যায় ব্যক্তি না দেশ ত্যাগ করিতে পারে আর না দেশত্যাগে বাধ্য করা উচিত হইবে। কারণ আপনি তো গরীব দুঃখীর অন্ন যোগান, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় অনাথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদ-আপদে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় প্রদান করিলাম। চলুন, আপনি নিজ শহরে নিজ রব্বের এবাদত করিবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার সঙ্গে ইবনে দাগিনাও আসিল। সেদিন সন্ধ্যায় ইবনে দাগিনা কোরাইশের সর্দারদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আবু বকরের ন্যায় ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করিতে পারে না এবং তাহার ন্যায় ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করাও উচিত হইবে না। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে দেশত্যাগে বাধ্য করিতেছ, যিনি গরীব-দুঃখীর অন্ন যোগান, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-অনাথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদ-আপদে সাহায্য করেন? কোরাইশ ইবনে দাগিনার আশ্রয় দানের কথাকে অস্বীকার করিল না, বরং তাহারা ইবনে দাগিনাকে বলিল, আবু বকরকে বলিয়া দাও, সে যেন আপন রব্বের এবাদত নিজ ঘরে বসিয়া করে। ঘরের ভিতরেই নামায ও যত ইচ্ছা কোরআন পড়ে। প্রকাশ্যে এই সকল কাজ করিয়া আমাদিগকে কষ্ট না দেয়। তাহার কারণে আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কা করিতেছি। ইবনে দাগিনা এইকথাগুলি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিয়া দিল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছুদিন পর্যন্ত (কোরাইশদের শর্ত অনুযায়ী) নিজ ঘরেই আপন রব্বের এবাদত করিতে থাকিলেন। উচ্চস্বরে নামায পড়িতেন না এবং নিজ ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও কোরআন তেলাওয়াত করিতেন না। কিছুদিন পর তাঁহার খেয়াল হইল এবং তিনি নিজ ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ বানাইয়া উহাতে নামায ও (উচ্চস্বরে) কোরআন তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যাধিক কান্নাকাটি করিতেন। কোরআন তেলাওয়াতের সময় তিনি

www.BANGLAKITAB.com

নিজের অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাহার কোরআন তেলাওয়াত ও কান্নাকাটির দরুন মুশরিকদের স্ত্রী–পুত্রগণ তাহার নিকট ভিড় করিতে লাগিল এবং তাহারা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। ইহাতে কোরাইশের মুশরিক সর্দারগণ বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ইবনে দাগিনাকে সংবাদ দিল। ইবনে দাগিনা আসিলে তাহারা বলিল, তোমার আশ্রয়দানের সম্মানে আমরাও আবু বকরকে এই শর্তে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলাম যে, সে নিজ ঘরে আপন রব্বের এবাদত করিবে, কিন্তু সে এই শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে এবং সে ঘরের আঙ্গিনায় মসজিদ বানাইয়া প্রকাশ্যে নামায ও কোরআন তেলাওয়াত করিতেছে। আমরা আমাদের স্ত্রী–পুত্রদের গোমরাহ হইবার আশঙ্কা করিতেছি। অতএব তুমি তাহাকে নিষেধ কর। যদি সে নিজ ঘরে আপন রব্বের এবাদত বন্দেগী করিতে চাহে, করুক। আর যদি সে তাহা না করিয়া প্রকাশ্যে এই সকল কার্যকলাপ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়া থাকে তবে তুমি বল, যেন তোমার দায়িত্ব হইতে তোমাকে নিস্কৃতি দান করে। কারণ আমরা তোমার দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু আমরা তাহার এই প্রকাশ্যে কার্যকলাপও মানিয়া লইতে পারি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইবনে দাগিনা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি জানেন, আমি আপনার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। এখন হয় আপনি নিজ ঘরে সীমাবদ্ধ থাকুন, আর না হয় আমাকে দায়িত্ব হইতে নিস্কৃতি প্রদান করুন ; কারণ আমি চাহি না যে, আমার দায়িত্ব গ্রহণকে অমান্য করা হইবে, আর তাহা আরববাসী শুনিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফেরত দিলাম এবং আল্লাহ আযযা ও জাল্লার আশ্রয়েই সন্তুষ্ট রহিলাম। ইমাম বোখারী (রহঃ) অতঃপর হিজরত সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) মক্কা হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া এক বা

দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পর ইবনে দাগিনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইবনে দাগিনা তখন আহাবীশ (অর্থাৎ কারাহ ও উহার শাখা গোত্রসমূহ)এর সর্দার ছিল। সে বলিল,হে আবু বকর,কোথায় যাইতেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার কাওম আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে, আমাকে কষ্ট দিয়াছে, মক্কায় আমার জীবন দুর্বিষহ করিয়া দিয়াছে। ইবনে দাগিনা জিজ্ঞাসা করিল, কেন? খোদার কসম, আপনি তো বংশের শোভা বর্ধন করেন, বিপদ আপদে সাহায্য করেন, ভাল কাজ করেন, গরীব দুঃখীর অন্ন যোগান। ফিরিয়া চলুন, আপনি আমার আশ্রয়ে থাকিবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিয়া ইবনে দাগিনা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পাশে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল যে, হে কোরাইশগণ, আমি ইবনে আবি কোহাফা (অর্থাৎ আবু বকর (রাঃ))কে আশ্রয় প্রদান করিলাম, তাহার সহিত প্রত্যেকেই সদাচরণ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর কোরাইশগণ তাহার সহিত কোনরূপ অসদাচরণ হইতে নিবৃত রহিল। এই রেওয়ায়াতের শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, (কোরাইশগণ ইবনে দাগিনাকে ডাকিয়া অভিযোগ করার পর) সে (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া) বলিল, হে আবু বকর, আমি আপনাকে এইজন্য আশ্রয় দেই নাই যে, আপনি নিজ কাওমের লোকদেরকে কষ্ট দিবেন। আপনার (ঘরের আঙ্গিনায় এবাদতের) এই স্থানকে তাহারা অপছন্দ করিতেছে এবং ইহাতে তাহাদের কষ্ট হইতেছে। অতএব আপনি নিজ ঘরে থাকুন এবং সেখানেই যাহা ইচ্ছা হয় করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফেরৎ দিয়া আল্লাহর আশ্রয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না? ইবনে দাগিনা বলিল, তবে আমার আশ্রয় আমাকে ফেরৎ দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহা তোমাকে ফেরৎ দিলাম। ইবনে দাগিনা উঠিয়া ঘোষণা দিল যে, হে কোরাইশগণ, ইবনে আবি কোহাফা আমার দেওয়া আশ্রয় আমাকে ফেরৎ দিয়াছে, সুতরাং তোমরা তোমাদের সঙ্গীর সহিত যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইবনে দাগিনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কা'বা শরীফের দিকে যাইতেছিলেন। পথে কোরাইশের এক কমজাতের সহিত দেখা হইলে সে তাঁহার মাথায় ধুলা দিল। ওলীদ ইবনে মুগীরা অথবা আস ইবনে ওয়ায়েল হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, এই কমজাত কি করিতেছে? সে উত্তরে বলিল, তুমি নিজেই নিজের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছ। একথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, হে আমার রব্ব, আপনি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রব্ব, আপনি কতই না ধৈর্যশীল, হে আমার রব্ব, আপনি কতই না ধৈর্যশীল। (বিদায়াহ)

পূর্বে হযরত আসমা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আর্তচিৎকার শুনিতে পাইলেন। লোকেরা বলিল, তোমার সঙ্গীকে বাঁচাও। তিনি আমাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহার মাথায় চারটি চুলের ঝুটি ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নাশ হউক! তোমরা একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। অথচ তিনি তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট (এই বিষয়ে) নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছেন? তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন (মুশরিকদের প্রহারের দরুন) তাঁহার অবস্থা এরূপ ছিল যে, চুলের যে কোন ঝুটিতে হাত দিতেই তাহা উঠিয়া আসিল। তিনি তখন শুধু ইহাই বলিতেছিলেন—

تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থাৎ কতই না বরকতময় আপনি হে মহিমাময় ও মহানুভব।

হযরত ওমর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরাইশদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা কথা প্রচার করিতে ওস্তাদ? বলা হইল জামীল ইবনে মা'মার জুমাহী। হযরত ওমর (রাঃ) সকালবেলা তাহার নিকট গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাঃ) বলেন, আমি ও তাহার পিছনে পিছনে গেলাম যে, দেখি, তিনি কি করেন? আমি তখন ছোট হইলেও যাহা দেখিতাম তাহা বুঝিতে পারিতাম। হযরত ওমর (রাঃ) জামীলের নিকট পৌছিয়া বলিলেন, হে জামীল, তুমি কি জানিতে পারিয়াছ যে, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন গ্রহণ করিয়াছি? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, জামীল কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আপন চাদর টানিতে টানিতে চলিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পিছনে এবং আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর পিছনে চলিলাম। সে মসজিদে (হারামের) দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, হে কোরাইশগণ, শোন, খাত্তাবের বেটা বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। কোরাইশগণ তখন কা'বার চতুর্দিকে নিজ নিজ মজলিসে বসিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জামীলের পিছন হইতে বলিলেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং সাক্ষ্য দিয়াছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। কাফেরগণ ইহা শুনামাত্রই হযরত ওমর (রাঃ)এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। (দ্বিপ্রহরের) সূর্য মাথা বরাবর হওয়া পর্যন্ত হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহাদের মধ্যে লড়াই চলিতে থাকিল।

অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আর তাহারা মাথার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বলিতেছিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতেছি, আমরা (মুসলমানগণ) যদি তিনশত জন হইতে পারি তবে হয়ত আমরা

WWW.BANGLAKITAB.COM

তোমাদের জন্য মক্কার যমীন ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, আর না হয় তোমরা আমাদের জন্য তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।" এমন সময় ইয়ামানী চাদর গায়ে ডোরাদার কোর্তা পরিহিত একজন কোরাইশী বয়স্ক লোক তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, ওমর বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। বয়স্ক লোকটি বলিল, ছাড় তাহাকে, একজন সে নিজের জন্য একটা বিষয় পছন্দ করিয়াছে তাহাতে তোমাদের করিবার কি আছে? তোমরা কি মনে করিয়াছ, বনু আদির লোকেরা তাহাদের লোককে তোমাদের হাতে এমনিই ছাড়িয়া দিবে? ছাড়িয়া দাও লোকটিকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, বয়স্ক লোকটির কথায় তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)কে ছাড়িয়া এমনভাবে সরিয়া গেল যেন একটি চাদর তাহার উপর হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা হিজরত করিয়া মদীনা পৌঁছিবার পর একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান, আপনার ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় যখন লোকেরা আপনার সহিত লড়াই করিতেছিল তখন যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ধমকাইয়া সরাইয়া দিয়াছিল সে লোকটি কে ছিল? তিনি বলিলেন, বেটা, সে ছিল আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ঘরের ভিতর ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। এমন সময় আমরের পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী তাহার নিকট আসিল। তাহার পরনে একটি কোর্তা ছিল যাহার ধারগুলি রেশম দ্বারা সেলাই করা ছিল এবং গায়ে ইয়ামানী চাদর ছিল। আস ইবনে ওয়ায়েলের গোত্র হইল বনু সাহম। আর এই গোত্র জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের মিত্র ছিল। সে হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, তোমার কি হইয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তোমার কাওমের লোকেরা বলিতেছে, আমাকে কতল করিবে।

আস ইবনে ওয়ায়েল বলিল, (আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়াছি) তোমার সহিত কেহ কোন দুর্ব্যবহার করিতে পারিবে না। আসের এই কথার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আস ইবনে ওয়ায়েল সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখিল মাঠভরা লোকের ঢল নামিয়াছে। আস ইবনে ওয়ায়েল জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কোথায় যাইতেছ? লোকেরা বলিল, আমরা এই খাত্তাবের বেটা (ওমর)কে ধরিতে যাইতেছি, যে কিনা বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। আস ইবনে ওয়ায়েল বলিল, তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া লোকজন ফিরিয়া গেল। (বোখারী)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার চাচা হাকাম ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া রশি দ্বারা মজবুত করিয়া বাঁধিলেন এবং বলিলেন, তুমি বাপদাদার ধর্ম ছাড়িয়া নতুন দ্বীন গ্রহণ করিয়াছ? খোদার কসম, এই নতুন দ্বীন যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহা ত্যাগ করা পর্যন্ত তোমার বাঁধন খুলিব না। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনও সেই দ্বীন পরিত্যাগ করিব না। হাকাম যখন তাঁহাকে দ্বীনের উপর মজবুত দেখিলেন তখন ছাড়িয়া দিলেন।

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত মাসউদ ইবনে হিরাশ (রাঃ) বলেন, আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করিতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম, বহু লোক ঘাড়ের উপর হাত বাঁধা এক যুবকের পিছনে পিছনে যাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যুবকের কি হইয়াছে? লোকেরা বলিল, এই যুবকের নাম তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ। সে বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে।

WWW.BANGLAKITAB.COM

যুবকটির পিছনে একজন মহিলাকে দেখিলাম, তাহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া গালাগাল দিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহিলাটি কে? লোকেরা বলিল, যুবকের মা সা'বাহ বিনতে হাযরামী। (এসাবাহ)

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তালহা (রহঃ) বলেন, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি বসরার মেলায় ছিলাম। সেখানে গীর্জার এবাদতখানায় একজন পাদ্রী ছিল। সে বলিল, মেলার লোকদের জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের মধ্যে হারাম অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী কোন লোক আছে কিনা? হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হাঁ, আমি আছি। সে জিজ্ঞাসা করিল, বর্তমানে আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর আবির্ভাব ঘটিয়াছে কি? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আহমাদ কে? সে বলিল, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। এই মাসেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে। তিনি শেষ নবী। হারামে (অর্থাৎ মক্কায়) তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে এবং তিনি এমন স্থানে হিজরত করিবেন যেখানে খেজুর বাগান ও প্রস্তরময় লোনা যমীন হইবে। এমন যেন না হয় যে, লোকেরা তোমার পূর্বে তাহার অনুসারী হইল আর তুমি পিছনে পড়িয়া রহিলে। হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, পাদ্রীর কথাগুলি আমার অন্তরে স্থান করিয়া লইল। সুতরাং আমি দ্রুত রওয়ানা হইয়া মক্কায় পৌঁছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে কি? লোকেরা বলিল, হাঁ, আল-আমীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নবুওয়াতের দাবী করিয়াছেন এবং ইবনে আবি কোহাফা (অর্থাৎ আবু বকর (রাঃ)) তাঁহার অনুসারী হইয়াছেন।

হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং বলিলাম, আপনি কি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তুমি চল এবং তাঁহার নিকট যাইয়া তুমিও তাঁহার অনুসরণ কর ; কারণ তিনি সত্যের প্রতি আহবান জানাইতেছেন। অতঃপর হযরত তালহা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সেই পাদ্রীর

কথাগুলি শুনাইলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া গেলেন। হযরত তালহা (রাঃ) সেখানে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং পাদ্রীর কথাগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও শুনাইলেন। তিনি শুনিয়া তাঁহারও মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল।

হযরত আবু বকর ও হযরত তালহা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পর নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আদাবিয়াহ তাহাদের উভয়কে এক রশিতে বাঁধিল, কিন্তু বনু তাইমের লোকেরা তাহাদের কোন সাহায্য করিল না। নাওফাল ইবনে খুওয়াইলিদকে কোরাইশের সিংহ বলা হইত। এক রশিতে বাঁধার কারণেই হযরত আবু বকর ও হযরত তালহা (রাঃ)এর নাম কারীনাইন (অর্থাৎ দুই সঙ্গী) হইয়াছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন যে, আয় আল্লাহ, ইবনে আদাবিয়ার অনিষ্ট হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। (বিদায়াহ)

হযরত যুবাইর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) আট বৎসর বয়সে মুসলমান হইয়াছেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি হিজরত করিয়াছেন। তাঁহার চাচা তাঁহাকে (ইসলাম গ্রহণের কারণে) চাটাইয়ের মধ্যে পেঁচাইয়া আগুনের ধুঁয়া দিত এবং বলিত যে, কুফুরির দিকে ফিরিয়া আস। কিন্তু হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিতেন, আমি কখনও কাফের হইব না।

হাফস ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, একবার মুসিল হইতে একজন বৃদ্ধলোক আমাদের নিকট আসিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এক জনশূন্য প্রান্তরে তাঁহার গোসলের প্রয়োজন হইল। সেখানে পানি, ঘাস ও মানুষ বলিতে কিছুই ছিল না। তিনি বলিলেন, (আমার গোসলের জন্য) একটু পর্দার

www.BANGLAKITAB.com

ব্যবস্থা কর। আমি তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করিলাম। গোসল করার সময় হঠাৎ তাঁহার শরীরের প্রতি আমার নজর পড়িল। আমি লক্ষ্য করিলাম, তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থানে তলোয়ারের আঘাত রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আল্লাহর কসম, আপনার শরীরে আমি যে পরিমাণ তলোয়ারের আঘাত দেখিয়াছি অন্য কাহারো শরীরে তাহা দেখি নাই। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, তুমি দেখিয়া ফেলিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, শুনিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, ইহার প্রত্যেকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আল্লাহর রাহে লাগিয়াছে।

আলী ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ)এর শরীর দেখিয়াছে এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহার বুকের উপর চোখের ন্যায় তীর ও বর্শার আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মুআযযিন হযরত বেলাল (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম যাহারা ইসলামকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা সাতজন ছিলেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আম্মার ও তাঁহার মা সুমাইয়া (রাঃ), হযরত সুহাইব (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) ও মেকদাদ (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার চাচার দ্বারা এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে তাহার কাওমের দ্বারা হেফাজত করিয়াছেন। অন্যসকলকে কাফেরগণ ধরিয়া এইভাবে শাস্তি প্রদান করিয়াছে যে, লৌহবর্ম পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া দিত এবং প্রখর রৌদ্রে সেই লৌহবর্ম উত্তপ্ত হইয়া তাহাদের কষ্ট হইত। হযরত বেলাল (রাঃ) ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকেই (এই ধরনের অত্যাচার ও উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া বাহ্যিকভাবে) কাফেরদের কথাকে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু হযরত বেলাল (রাঃ)

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিজের প্রাণের কোন পরওয়া করেন নাই এবং তাহার কাওমের নিকটও তাহার কোন মর্যাদা ছিল না। এই কারণেই মুশরিকগণ তাহাকে ধরিয়া বালকদের হাতে দিয়া দিল। বালকরা তাহাকে মক্কার অলিগলিতে টানিয়া ফিরিত আর তিনি আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ আল্লাহ এক আল্লাহ এক) বলিতে থাকিতেন। (বিদায়াহ)

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, অন্যান্যদেরকে কাফেরগণ লৌহবর্ম পরিধান করাইয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিত। এইভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় লোহার গরমে ও রৌদ্রের তাপে তাহাদের সীমাহীন কষ্ট হইত। অতঃপর সন্ধ্যার সময় মালাউন আবু জেহেল বর্শা হাতে আসিয়া তাহাদিগকে গালাগাল করিত এবং ধমকাইত।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, মুশরিকগণ হযরত বেলাল (রাঃ)এর গলায় রশি বাঁধিয়া মক্কার দুই আখশাবাইন পাহাড়ের মাঝে টানিয়া বেড়াইত। (ইবনে সা'দ)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) বনু জুমাহ গোত্রীয়া এক মহিলার গোলাম ছিলেন। মুশরিকগণ তাহাকে মক্কার উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া শাস্তি দিত এবং (বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দিয়া) উত্তপ্ত বালুর সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশকে লাগাইয়া দিত যেন (অতিষ্ঠ হইয়া) মুশরিক হইয়া যায়। কিন্তু তিনি আহাদ, আহাদ উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। (হযরত খাদীজা (রাঃ)এর চাচাত ভাই) অরাকা (ইবনে নাওফাল) এই অবস্থায় তাঁহার পাশ দিয়া যাওয়ার সময় বলিতেন, হে বেলাল, আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ হাঁ, মা'বুদ একজনই)। (অতঃপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলিতেন) আল্লাহর কসম, তোমরা যদি এই অবস্থায় তাহাকে হত্যা কর তবে আমি তাহার কবরকে রহমত ও বরকতের স্থান বানাইয়া লইব। (এসাবাহ)

ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) নির্যাতন সহ্য করিতেছেন আর আহাদ, আহাদ বলিতেছেন। এমতাবস্থায় অরাকা ইবনে নাওফাল তাহার পাশ দিয়া যাইতেন আর বলিতেন, হে বেলাল, আহাদ,

www.BANGLAKITAB.com

আহাদ (অর্থাৎ মা'বুদ একজনই)। আল্লাহই সেই মা'বুদ। অতঃপর উমাইয়া ইবনে খালাফ যে হযরত বেলাল (রাঃ)এর সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছিল তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা তাহাকে এইভাবে হত্যা কর তবে আমি তাহার কবরকে রহমত ও বরকতের স্থান বানাইয়া লইব। অবশেষে একদিন তাহারা এরূপ নির্যাতন চালাইতেছিল এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)এর পাশ দিয়া যাওয়ার সময় উমাইয়াকে বলিলেন, এই অসহায়ের ব্যাপারে কি তুমি আল্লাহকে ভয় কর না? কতদিন (এইভাবে তাহার উপর নির্যাতন চালাইবে)? উমাইয়া বলিল, তুমিই তো তাহাকে নষ্ট করিয়াছ। তুমিই তাহাকে এই শাস্তি হইতে মুক্ত কর। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে মুক্ত করিব। আমার নিকট তোমার ধর্মেবিশ্বাসী এবং শক্তিশালী ও মজবুত একজন হাবশী গোলাম রহিয়াছে। আমি তাহাকে বেলালের পরিবর্তে তোমাকে দিয়া দিলাম। উমাইয়া বলিল, আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত গোলাম তাহাকে দিয়া দিলেন এবং হযরত বেলাল (রাঃ)কে লইয়া স্বাধীন করিয়া দিলেন। তারপর মক্কা হইতে হিজরতের পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) আরো ছয়জনকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) তন্মধ্যে সপ্তম ছিলেন।

ইবনে ইসহাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, উমাইয়া হযরত বেলাল (রাঃ)কে উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে বাহির করিয়া আনিত এবং মক্কার প্রস্তরময় যমীনের উপর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিত। অতঃপর একটি বড় পাথর তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিবার নির্দেশ দিত। নির্দেশ মত তাহার বুকের উপর ভারি পাথর রাখা হইত। এমতাবস্থায় উমাইয়া বলিত, তুমি এইভাবে মরিয়া যাইবে আর না হয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করিবে এবং লা-ত ওয্যার পূজা করিবে। হযরত বেলাল (রাঃ) এই কষ্টের মধ্যেও বলিতেন, আহাদ, আহাদ। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হযরত

বেলাল (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের দুঃখকষ্ট সহ্য করার এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার ঘটনা স্মরণ করিয়া নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নাম আতীক (অর্থাৎ দোযখ হইতে মুক্ত) ছিল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই উপাধি দিয়াছিলেন অথবা তাঁহার মা তাঁহার এই নাম রাখিয়াছিলেন।)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর কবিতা নিম্নরূপ—

جَزَى اللّٰهُ خَيْرًا عَنْ بِلَالٍ وَ صَحْبِهٖ   عَتِيْقًا وَأَخْزَى فَاكِهًا وَّ اَبَا جَهْلٍ
عَشِيَّةَ هَمَّا فِى بِلَالٍ بِسُوْءَةٍ   وَلَمْ يَحْذَرَا مَا يَحْذَرُ الْمَرْءُ ذُو الْعَقْلِ
بِتَوْحِيْدِهٖ رَبَّ الْاَنَامِ وَ قَوْلِهٖ   شَهِدْتُّ بِاَنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ عَلَى مَهْلِ
فَاِنْ يَقْتُلُوْنِىْ يَقْتُلُوْنِىْ فَلَمْ اَكُنْ   لِاُشْرِكَ بِالرَّحْمٰنِ مِنْ خِيْفَةِ الْقَتْلِ
فَيَارَبَّ اِبْرَاهِيْمَ وَالْعَبْدِ يُوْنُسَ   وَمُوْسٰى وَ عِيْسٰى نَجِّنِىْ ثُمَّ لَا تُبْلِ
لِمَنْ ظَلَّ يَهْوَى الْغَىَّ مِنْ اٰلِ غَالِبٍ   عَلَى غَيْرِ بِرٍّ كَانَ مِنْهُ وَلَا عَدْلِ

অর্থ ঃ (১) হযরত বেলাল (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের পক্ষ হইতে আল্লাহ তায়ালা আতীক (অর্থাৎ হযরত আবু বকর)কে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং (আবু জেহেলের চাচা) ফাকেহ (ইবনে মুগীরা) ও আবু জেহেলকে অপমানিত করুন। (২) আমি সেই বিকালের কথা ভুলিব না যখন তাহারা উভয়ে হযরত বেলাল (রাঃ)কে নির্যাতন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল এবং তাহারা এরূপ নির্যাতন করিতে কোন ভয় করিতেছিল না যাহা করিতে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি ভয় করিয়া থাকে। (৩) এই অমানুষিক নির্যাতনের কারণ এই ছিল যে, হযরত বেলাল (রাঃ) সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালকের একত্ববাদকে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ, একটু তো থাম! (৪) তাহারা আমাকে হত্যা করিতে চাহে করুক,

www.BANGLAKITAB.com

আমি হত্যার ভয়ে রাহমানের সহিত শিরিক করিব না। (৫) হে ইবরাহীম, ইউনুস, মূসা ও ঈসা (আঃ)এর প্রতিপালক আমাকে মুক্তি দান করুন, আর কখনও আমাকে গালিবের পরিবারস্থ ঐ সকল লোকের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলিবেন না যাহারা পথভ্রষ্ট হইতে চায় এবং অসৎ ও ইনসাফ করে না।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও তাহার পরিবারের কষ্ট সহ্য করা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আম্মার (রাঃ) ও তাঁহার পরিবারের উপর ভীষণ নির্যাতন করা হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, হে ইয়াসিরের বংশধরগণ, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা রহিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রস্তরময় ভূমির উপর দিয়া যাইতে ছিলাম। এমন সময় দেখিলাম, হযরত আম্মার (রাঃ) ও তাহার পিতা মাতাকে ইসলাম হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রখর রৌদ্রের মধ্যে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হযরত আম্মার (রাঃ)এর পিতা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সারাজীবন কি এই রকমই চলিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সবর কর, হে ইয়াসিরের বংশধরগণ। আয় আল্লাহ, আপনি ইয়াসিরের বংশধরকে মাফ করিয়া দিন। আর অবশ্যই আপনি তাহা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, হযরত ইয়াসির, আম্মার ও উম্মে আম্মার (রাঃ)কে আল্লাহ তায়ালার (উপর ঈমান আনার) কারণে কষ্ট দেওয়া হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিলেন, হে ইয়াসিরের পরিবার, তোমরা সবর কর, হে ইয়াসিরের পরিবার তোমরা সবর কর,

তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা রহিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিরেরও উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আবু জেহেল হযরত সুমাইয়া (রাঃ)এর লজ্জাস্থানে বর্শা মারিলে তিনি ইন্তেকাল করিলেন, আর হযরত ইয়াসির (রাঃ) নির্যাতন ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে তীর নিক্ষেপ করা হইলে তিনি পড়িয়া গেলেন।

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, ইসলামের প্রথম যুগে সর্বপ্রথম শহীদ হইলেন হযরত আম্মার (রাঃ)এর মা হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। আবু জেহেল তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। (বিদায়াহ)

আবু ওবাইদাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্মার (রাঃ) বলেন, মুশরিকগণ হযরত আম্মার (রাঃ)কে ধরিয়া এমন কষ্ট দিল যে, (প্রাণের খাতিরে) বাধ্য হইয়া তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলিলেন এবং তাহাদের মা'বুদগুলির প্রশংসা করিলেন তখন ছাড়া পাইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া আসিয়াছ? হযরত আম্মার (রাঃ) বলিলেন, খুবই খারাপ কাজ করিয়াছি। আপনার সম্পর্কে অবাঞ্ছিত কথা ও তাহাদের মা'বুদগুলির প্রশংসা না করা পর্যন্ত আমাকে তাহারা ছাড়িল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দিলের অবস্থা কিরূপ পাইতেছ? তিনি বলিলেন, আমার দিলকে ঈমানের উপর স্থির ও অবিচল পাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে কোন অসুবিধা নাই। যদি তাহারা তোমার সহিত পুনরায় এইরূপ ব্যবহার করে তবে তুমিও এইরূপ করিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আম্মার (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আম্মার (রাঃ) কাঁদিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চক্ষুদ্বয় মুছিয়া দিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, তোমাকে কাফেরগণ ধরিয়া পানিতে ডুবাইয়াছে আর তুমি এই এই অবাঞ্ছিত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছ। (তোমার দিল যখন ঈমানের উপর শান্ত ছিল তখন কোন অসুবিধা নাই।) যদি তাহারা তোমার সহিত আবারও এইরূপ ব্যবহার করে তবে তুমিও এইরূপ কথা বলিও।

আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) বলেন, মুশরিকগণ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে আগুনে পোড়াইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে আগুন, আম্মারের জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও, যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য হইয়াছিলে। (হে আম্মার) তোমাকে এক বিদ্রোহীদল হত্যা করিবে। (অর্থাৎ তুমি শাহাদাত বরণ করিবে।)

হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ব (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে নিজের বিশেষ আসনের উপর বসাইয়া বলিলেন, যমীনের বুকে এক ব্যক্তিই এমন আছেন যিনি তোমার অপেক্ষা বেশী এই আসনে বসিবার অধিকার রাখেন। হযরত খাব্বাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীরুল মুমিনীন, কে সেই ব্যক্তি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত বেলাল (রাঃ)। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, না, তিনি আমার অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখেন না। কারণ মুশরিকদের মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ)এর পক্ষে এমন লোকও ছিল যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে রক্ষা করিতেন। কিন্তু আমার পক্ষে তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে রক্ষা করিবেন। একদিন আমার অবস্থা

এমনও হইয়াছে যে, মুশরিকগণ আগুন জ্বালাইয়া আমাকে উহার উপর ফেলিয়া দিল এবং এক ব্যক্তি আমার বুকের উপর পা রাখিল। আমার নিজের পিঠ ব্যতীত সেই উত্তপ্ত যমীন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত খাব্বাব (রাঃ) নিজের পিঠের কাপড় সরাইয়া দেখাইলেন। দেখা গেল, পিঠ পুড়িয়া শ্বেত রোগের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। (কানযুল উম্মাল)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে তাঁহার প্রতি মুশরিকদের নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমার পিঠের অবস্থা দেখুন। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহার পিঠ দেখিয়া) বলিলেন, আমি এইরূপ পিঠ কখনও দেখি নাই। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, মুশরিকগণ আগুন জ্বালাইয়া আমাকে উহার উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল। আমার পিঠের চর্বি গলিয়া সেই আগুন নিভিয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, নিকটে আস, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ তোমার অপেক্ষা অধিক এই আসনে বসিবার অধিকার রাখে না। হযরত খাব্বাব (রাঃ) তাঁহাকে নিজের পিঠের উপর মুশরিকদের অত্যাচারের চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তাহাকে আমার পাওনা পরিশোধের কথা বলিলাম। সে বলিল, না, খোদার কসম, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অস্বীকার করিবে ততক্ষণ আমি তোমার পাওনা আদায় করিব না। আমি বলিলাম, না, আল্লাহর কসম, তুমি মরিয়া পুনরায় জীবিত হইবে তবুও আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করিব না। সে বলিল, আমি মরিয়া পুনরায় জীবিত হইলে তখন তুমি আমার নিকট আসিও। সেখানেও আমার

www.BANGLAKITAB.com

মাল-আওলাদ হইবে, আমি তোমার পাওনা দিয়া দিব। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কথার জবাবে কোরআনের আয়াত নাযিল করিলেন—

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا -.....

وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا -

অর্থ ঃ 'আপনি কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করে এবং বলে, আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হইবে। সে কি অদৃশ্য বিষয় জানিয়া ফেলিয়াছে, অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছে? না, এরূপ কখনও নহে। সে যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহার শাস্তি দীর্ঘায়িত করিতে থাকিব। সে যাহা বলে মৃত্যুর পর আমি তাহা লইয়া লইব এবং সে আমার নিকট আসিবে একাকী।'

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি চাদরে হেলান দিয়া কা'বা শরীফের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। সেই সময় আমরা মুশরিকদের পক্ষ হইতে নিদারুন কষ্ট সহ্য করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া কেন করিতেছেন না? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহা শুনিতেই) সোজা হইয়া বসিলেন এবং তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যে, লোহার চিরুনী দ্বারা তাহার হাড় হইতে গোশত খুলিয়া লওয়া হইত কিন্তু তাহাকে দ্বীন হইতে সরাইতে পারিত না। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করিবেন। তোমরা দেখিতে পাইবে যে, সানআ হইতে একজন আরোহী হাজারা মাউত পর্যন্ত সফর করিবে। তাহার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো ভয় থাকিবে না এবং তাহার বকরির পালের উপর বাঘের ভয় ব্যতীত আর কোন ভয় থাকিবে না, কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ।

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার পর নিজের ভাইকে বলিলেন, তুমি মক্কায় যাইয়া আমার জন্য সেই লোক সম্পর্কে সংবাদ লইয়া আস যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন এবং তাঁহার নিকট আসমান হইতে খবর আসে বলিতেছেন। তাঁহার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে এবং আমার নিকট আসিয়া জানাইবে। তাহার ভাই রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলেন এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া হযরত আবু যার (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিলাম যে, তিনি উত্তম চরিত্রাবলীর আদেশ করেন এবং তাঁহাকে এমন কিছু কথা বলিতে শুনিলাম যাহা কোন কবিতা নহে। হযরত আবু যার (রাঃ) (ভাইয়ের কথা শুনিয়া) বলিলেন, তুমি আমাকে আশানুরূপ পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে না।

অতঃপর নিজেই সফরের সামান প্রস্তুত করিলেন, মশক ভরিয়া পানি লইলেন এবং মক্কায় পৌঁছিয়া মসজিদে হারামে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজ করিলেন। কিন্তু তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতেন না, আর (পরিস্থিতির কারণে) তাঁহার ব্যাপারে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা সমীচীন মনে করিলেন না। এইভাবে রাত্র হইয়া গেলে তিনি মসজিদেই শুইয়া পড়িলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বিদেশী মুসাফির বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। হযরত আবু যার (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া তাহার পিছন পিছন চলিলেন। (হযরত আলী (রাঃ) রাত্রে তাহার মেহমানদারী করিলেন।) কিন্তু উভয়ের কেহ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকাল হইলে হযরত আবু যার (রাঃ) নিজের সামানপত্র ও পানির মশক লইয়া মসজিদে আসিয়া পড়িলেন। সারাদিন মসজিদেই রহিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত নবী করীম

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল না। তিনি নিজের শুইবার জায়গায় আসিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) তাহার নিকট গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, লোকটি কি এখনও নিজের ঠিকানা খুঁজিয়া পায় নাই? অতএব হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং (আজও) কেহ কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তারপর তৃতীয় দিনও হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে সঙ্গে করিয়া (নিজের ঘরে) লইয়া গেলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি আমাকে তোমার আগমনের উদ্দেশ্য বলিবে? হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি আমার সহিত এই মর্মে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা কর যে, অবশ্যই সঠিক পথ বলিয়া দিবে তবে বলিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) ওয়াদাবদ্ধ হইলে তিনি তাহার নিকট নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই ইহা সত্য এবং তিনি আল্লাহর রাসূল। সকালবেলা তুমি আমার পিছন পিছন চলিবে। যদি পথে তোমার জন্য আশঙ্কাজনক কিছু দেখি তবে আমি প্রস্রাব করিবার বাহানায় থামিয়া যাইব, (কিন্তু তুমি হাঁটিতে থাকিও)। পুনরায় আমি যখন চলিতে আরম্ভ করিব তখন তুমি আমার অনুসরণ করিবে এবং আমি যে ঘরে প্রবেশ করি তুমিও সেখানে প্রবেশ করিবে।

(সকালবেলা) হযরত আবু যার (রাঃ) নির্দেশ মোতাবেক কাজ করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)কে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং সঙ্গে হযরত আবু যার (রাঃ)ও প্রবেশ করিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা শুনিয়া সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি নিজের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদিগকে সকল বিষয়ে অবগত কর। তোমার নিকট আমার নির্দেশ পৌঁছা পর্যন্ত তুমি সেখানেই অবস্থান কর। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার

প্রাণ রহিয়াছে, আমি কাফেরদের মাঝে উচ্চস্বরে কলেমায়ে তাওহীদের ঘোষণা দিব। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। মুশরিকগণ এই আওয়াজ শুনিবামাত্র উঠিল এবং তাহাকে মারিতে মারিতে শোয়াইয়া ফেলিল। এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) সেখানে আসিলেন এবং (তাহাকে বাঁচাইবার জন্য) তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক! তোমরা কি জাননা যে, এই ব্যক্তি গিফার গোত্রের লোক? সিরিয়ার পথে তোমাদের বাণিজ্য কাফেলাকে তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হয়? এইভাবে হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে মুশরিকদের হাত হইতে মুক্ত করিলেন। পরদিনও হযরত আবু যার (রাঃ) এইরূপ করিলেন এবং কাফেরগণ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে মারধর করিল, আর হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহাকে বাঁচাইলেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, হে কোরাইশগণ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। মুশরিকগণ বলিল, এই বেদ্বীনকে ধর। তাহারা উঠিয়া আমাকে এমন মার মারিল যে, আমি মৃত্যুর মুখে পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। হযরত আব্বাস (রাঃ) আমার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন এবং আমার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া লোকদেরকে বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক, তোমরা একজন গিফার গোত্রীয়কে হত্যা করিতেছ? অথচ গিফার গোত্রের উপর দিয়াই তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের পথ। হযরত আব্বাস (রাঃ)এর এই কথার পর লোকেরা আমার নিকট হইতে সরিয়া গেল। পরদিন সকালবেলা আমি পুনরায় পূর্বের ন্যায় কলেমায়ে শাহাদাতের ঘোষণা দিলাম। লোকেরা বলিল, ধর এই বেদ্বীনকে। সুতরাং গতকল্যের ন্যায় আজও আমার সহিত একই ব্যবহার করা হইল, আর হযরত আব্বাস

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) আমার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন এবং আমার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া লোকদেরকে পূর্বের ন্যায় বলিলেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমার ভাই মক্কা গেল এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, আমি মক্কা পৌঁছিয়া দেখিলাম, লোকেরা এক ব্যক্তিকে বেদ্বীন বলিতেছে। লোকটি দেখিতে অনেকটা আপনার মত। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, তারপর আমি স্বয়ং মক্কায় আসিয়া এক ব্যক্তিকে দেখিলাম তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় সেই বেদ্বীন? ইহাতে লোকটি আমাকে বেদ্বীন বেদ্বীন বলিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিল। লোকজন (ছুটিয়া আসিল এবং) আমাকে পাথর মারিতে আরম্ভ করিল। এত পাথর মারিল যে, আমি (রক্তাক্ত হইয়া) যেন (রক্তমাখা) লালমূর্তি হইয়া গেলাম। আমি কা'বা শরীফের পর্দার আড়ালে লুকাইয়া গেলাম। দিবারাত্র পনের দিন যাবৎ সেখানে লুকাইয়া রহিলাম। যমযমের পানি ব্যতীত আমার নিকট কোন দানাপানি ছিল না। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) মসজিদে (হারামে) আসিলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আল্লাহর কসম, সর্বপ্রথম আমিই তাঁহাকে ইসলামী তরীকায় সালাম করিলাম এবং বলিলাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (জবাবে) বলিলেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, তুমি কে?' বলিলাম, আমি একজন বনু গিফারের লোক। তাঁহার সঙ্গী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ রাতে তাহাকে মেহমান হিসাবে রাখিবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। অতঃপর তিনি আমাকে মক্কার নীচু এলাকায় তাহার নিজ ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমাকে কয়েক মুষ্ঠি কিসমিস দিলেন।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, তারপর আমি আমার ভাইয়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে জানাইলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি।

আমার ভাই বলিল, আমি ও তোমার দ্বীনকে গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আমরা উভয়ে আমাদের মায়ের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আমিও তোমাদের দ্বীনকে গ্রহণ করিলাম। তারপর আমি আমার কাওমের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিলাম। তাহাদের মধ্যে কিছু লোক আমার অনুসরণ করিল (এবং মুসলমান হইয়া গেল)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, (ইসলাম গ্রহণের পর) আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করিলাম। তিনি আমাকে ইসলামের বিষয় শিক্ষা দিলেন এবং কিছু কোরআনও পড়িলাম। তারপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার দ্বীনকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তিনি বলিলেন, আমি তোমার নিহত হওয়ার আশঙ্কা করিতেছি। আমি বলিলাম, আমি অবশ্যই প্রকাশ করিব যদিও ইহাতে নিহত হই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই কথা শুনিয়া) নীরব হইয়া গেলেন। কোরাইশগণ মসজিদে বিভিন্ন মজলিসে আলাপরত ছিল। আমি সেখানে যাইয়া বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তৎক্ষণাৎ মজলিসগুলি ভাঙ্গিয়া গেল এবং সকলে উঠিয়া আমাকে মারিতে আরম্ভ করিল। মারিতে মারিতে তাহারা আমাকে (রক্তমাখা) লালমূর্তির ন্যায় করিয়া ছাড়িল এবং তাহারা আমাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া মনে করিল। তারপর আমার জ্ঞান ফিরিলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মনে একটি আকাঙ্খা ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকিতে লাগিলাম। একসময় তিনি বলিলেন, তুমি নিজ কাওমের নিকট চলিয়া যাও। আমার বিজয়ের খবর শুনিলে তুমি

www.BANGLAKITAB.com

পুনরায় চলিয়া আসিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি মক্কায় আসিলে লোকেরা পাথর ও হাড় লইয়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমাকে এমনভাবে মারিল যে, আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম। জ্ঞান ফিরিবার পর দেখিলাম যে, আমি (রক্তমাখা) লালমূর্তির ন্যায় হইয়া গিয়াছি। (হিলইয়াহ্)

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর বোনের কষ্ট সহ্য করা

কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রাঃ)কে কুফার মসজিদে বলিতে শুনিয়াছি যে, খোদার কসম, ইসলাম গ্রহণের কারণে হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তুমি যদি আমার অবস্থা দেখিতে, যখন হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে ও তাঁহার বোনকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তখনও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) গলায় তরবারী ঝুলাইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। পথে বনু যোহরা গোত্রের এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হে ওমর, কোথায় যাইতেছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (নাউযুবিল্লাহ) (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। লোকটি বলিল, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করিলে বনু হাশিম ও বনু যোহরা হইতে কিভাবে আত্মরক্ষা করিবে? হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, মনে হয় নিজের পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমিও বেদ্বীন হইয়া গিয়াছ। লোকটি বলিল, আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য খবর বলিব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা কি? লোকটি বলিল, তোমার বোন ও

বোনজামাই উভয়ে তোমার ধর্ম ত্যাগ করিয়া নতুন দ্বীন গ্রহণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং (বোনের বাড়ীর দিকে) চলিলেন। তিনি যখন বোন ও বোন জামাইয়ের নিকট পৌঁছিলেন তখন সেখানে তাহাদের নিকট মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে হযরত খাব্বাব (রাঃ) নামে এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর পায়ের আওয়াজ শুনিয়া ঘরের ভিতর আত্মগোপন করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের এই চাপা আওয়াজ, যাহা আমি তোমাদের নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম?

বর্ণনাকারী বলেন, তাহারা তখন সূরা তা-হা পাঠ করিতেছিলেন। বোন ও বোন জামাই উভয়ে বলিলেন, আমরা পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা মনে হয় (সেই নবীর প্রতি) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ। বোন জামাই উত্তরে বলিলেন, হে ওমর, তোমার কি মনে হয়! যদি তোমার ধর্ম ব্যতীত সত্য অন্যত্র থাকিয়া থাকে? ইহা শুনামাত্রই হযরত ওমর (রাঃ) আপন বোনজামাইয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে অত্যাধিকরূপে পদদলিত করিলেন। তাঁহার বোন নিজের স্বামীর উপর হইতে তাঁহাকে সরাইবার জন্য আসিলে তিনি আপন বোনকে এমন জোরে মারিলেন যে, চেহারা রক্তাক্ত হইয়া গেল। বোন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, হে ওমর, যদি তোমার ধর্ম ব্যতীত সত্য অন্যত্র হইয়া থাকে (তবুও কি আমরা তাহা গ্রহণ করিব না)? (এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন,) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন (তাহাদের ব্যাপারে) নিরাশ হইয়া গেলেন তখন বলিলেন, তোমাদের সেই কিতাব আমাকে দাও, আমি তাহা পড়িব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বই-পুস্তকাদি পড়িতে জানিতেন। বোন বলিলেন, তুমি নাপাক, এই কিতাব পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত স্পর্শ

www.BANGLAKITAB.com

করিতে পারে না। উঠিয়া গোসল অথবা ওযূ করিয়া লও। হযরত ওমর (রাঃ) ওযূ করিলেন। তারপর কিতাব হাতে লইয়া সূরা তা–হা পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এই আয়াত পর্যন্ত পড়িলেন—

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ –

অর্থ ঃ 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। অতএব আমারই এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।'

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট লইয়া চল। হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর এই কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে ওমর, সুসংবাদ গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার রাত্রে এই দোয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশাম (আবু জেহেল)এর (ইসলাম গ্রহণ) দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন। আমি আশা করি তাঁহার এই দোয়া তোমার পক্ষে কবূল হইয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন ঘরের দরজায় হযরত হামযা ও হযরত তালহা (রাঃ) সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে কতিপয় লোক উপস্থিত ছিলেন। হযরত হামযা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর কারণে লোকদেরকে ভীত হইতে দেখিয়া বলিলেন, হাঁ, এই ওমর, যদি আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মঙ্গল চাহিয়া থাকেন তবে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হইবে। অন্যথায় তাহাকে হত্যা করা আমাদের জন্য অতি তুচ্ছ ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘরের ভিতরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতেছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং তাহার জামার বুক ও তরবারীর ফিতা ধরিয়া বলিলেন, তুমি কি ক্ষান্ত হইবে না? হে ওমর! (তুমি কি ইহার অপেক্ষা করিতেছ যে,) আল্লাহ তায়ালা তোমার উপরও সেই অপমান ও শাস্তি নাযিল করেন যাহা ওলীদ ইবনে মুগীরার উপর নাযিল করিয়াছেন? আয় আল্লাহ, এই ওমর ইবনে খাত্তাব, আয় আল্লাহ, আপনি ওমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি (মসজিদে হারামে নামাযের উদ্দেশ্যে) বাহির হউন। (বিদায়াহ)

তাবারানী হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সাওবান (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আয় আল্লাহ, ওমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন। সেই রাতের প্রথম অংশে হযরত ওমর (রাঃ)এর বোন

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ –

অর্থ ঃ (হে নবী,) আপনি নিজ রব্বের নাম লইয়া কোরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

তেলাওয়াত করিতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে এতো বেশী প্রহার করিলেন যে, তিনি আশঙ্কা করিলেন যে, হয়ত তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। ভোররাতে হযরত ওমর (রাঃ) ঘুম হইতে উঠিয়া পুনরায় তাহাকে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইহা না কোন কবিতা আর না অস্পষ্ট কোন কথা যাহা বুঝা যায় না। অতএব তিনি সেখান হইতে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দরজায় হযরত বেলাল (রাঃ)কে পাইলেন। তিনি দরজায় করাঘাত করিলে হযরত বেলাল (রাঃ) জিজ্ঞাসা

www.BANGLAKITAB.com

করিলেন, কে? তিনি উত্তর দিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, (অপেক্ষা কর) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তোমার জন্য অনুমতি লইয়া আসি। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওমর দরজায় উপস্থিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যদি ওমরের ভাল চাহেন তবে তাহাকে দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণের তৌফিক দিবেন' এবং হযরত বেলাল (রাঃ)কে বলিলেন, (দরজা) খুলিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাহির হইয়া আসিলেন এবং) হযরত ওমর (রাঃ)এর দুই বাহু ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, তুমি কি চাও, কেন আসিয়াছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়া থাকেন তাহা আমার নিকট পেশ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা তাঁহার কোন শরীক নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ,) বাহিরে চলুন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন, (একবার) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুনিতে চাও? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলাম। একদিন কোরাইশের এক ব্যক্তি প্রচণ্ড গরমের সময় মক্কার কোন এক পথে আমাকে চলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে ইবনে খাত্তাব, কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম, এই ব্যক্তির (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করিবার) উদ্দেশ্যে যাইতেছি। সে বলিল, হে ইবনে খাত্তাব, (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) এই দ্বীন তো তোমার ঘরেও প্রবেশ করিয়াছে, আর তুমি কিনা এমন কথা বলিতেছ! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা

কিরূপে? সে বলিল, তোমার বোন তাঁহার নিকট গিয়াছে (এবং তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করিয়াছে)। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাগান্বিত হইয়া ফিরিয়া চলিলাম এবং বোনের দরজায় আসিয়া করাঘাত করিলাম। তখনকার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কোন গরীব লোক যাহার চলার মত কোন ব্যবস্থা নাই ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে বা তাহার ন্যায় এক দুইজনকে কোন ধনী ব্যক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেন যাহাতে সে তাহাদের উপর খরচ করে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার বোন জামাইয়ের ঘরেও এরূপ দুই ব্যক্তি ছিল। আমি যখন দরজায় করাঘাত করিলাম তখন ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল, কে? আমি বলিলাম, ওমর ইবনে খাত্তাব। তাহাদের হাতে একখানা কিতাব (কোরআন শরীফ) ছিল যাহা তাহারা পড়িতেছিল। আমার আওয়াজ শুনিয়া তাহারা ঘরের ভিতর আত্মগোপন করিল, কিন্তু কিতাবখানা রাখিয়া গেল। তারপর আমার বোন দরজা খুলিলে আমি বলিলাম, ওরে আপন জানের দুশমন! তুই বেদ্বীন হইয়া গিয়াছিস! তারপর একটা কিছু উঠাইয়া তাহার মাথার উপর মারিতে উদ্যত হইলে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, হে ইবনে খাত্তাব, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। (তাহার এই কথা শুনিয়া) আমি ভিতরে যাইয়া চৌকির উপর বসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ দরজার মাঝখানে একখানা কিতাব দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এইখানে এই কিতাব কিসের? আমার বোন বলিল, হে ইবনে খাত্তাব, তুমি উহা স্পর্শ করিও না, কারণ তুমি তো ফরয গোসল কর না, পবিত্রতা হাসিল কর না। এই কিতাব শুধু পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু আমি বারবার অনুরোধ করার পর সে আমাকে উহা দিল। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী দীর্ঘ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। (বায্যার)

www.BANGLAKITAB.com